আনন্দলোক ট্রাস্ট
Anandalok Trust

বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সহায়িকা

প্রকল্পের নাম : সেকেন্ডারি স্কুল এনরোলমেন্ট অব গার্লস

প্রকাশনায়:
আনন্দলোক ট্রাস্ট ফর এডুকেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আনন্দলোক ট্রাস্ট)
বাড়ি নং ৩/১ (১ম তলা), ব্লক-ডি, লালমাটিয়া
ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: + ৮৮ ০২ ৯১৪৬৪৫৮, ০১৩১৮৪৮৫৪৪০
ইমেইল: : anandaloktrust@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.anandalokbd.com

সহায়িকা প্রণয়ন ও উন্নয়ন:
এম.এ. রাকিব
উন্নয়ন পরামর্শক।

সার্বিক সমন্বয়:
মোহা: শামছুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক, আনন্দলোক ট্রাস্ট

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২৩
স্বত্ব: ২০২৩ আনন্দলোক ট্রাস্ট

সূচীপত্র পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১: সহায়িকা পরিচিতি **৪**
১.১ ভূমিকা: আনন্দলোক ট্রাস্টের ধারণা ৪
১.২ প্রকল্পের প্রেক্ষাপট ৪
১.৩ কোন ধরণের সহায়িকা ৪
১.৪ সহায়িকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ৫
১.৫ সহায়িকাটি কীভাবে কাজ করবে ৫
১.৬ সহায়িকার ব্যবহারবিধি ৫

অধ্যায়-২: কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া **৬**
২.১ কর্মী প্রশিক্ষণ ৬
২.২ বেস লাইন জরিপ ৬
২.৩ কমিউনিটির সাথে কাজ শুরু ৬
২.৪ কর্মীকে সহায়তা প্রদান ৭
২.৫ বিষয়বস্তুর বিন্যাস ৮
২.৬ কাউন্সেলিং ধারণায়ন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রসমূহ ৮
২.৭ ক্যাম্পেইনের এবং এ্যাডভোকেসি ধারণায়ন ১০
২.৮ সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আলোচনার কৌশল ১২

অধ্যায়-৩: বিষয় ভিত্তিক আলোচনাসমূহ এবং পরিচালনার ধাপ **১৩**
৩.১ অধিবেশন পরিচালনার কাঠামো ১৪
৩.২ প্রারম্ভিক আলোচনা: সূচনা পর্ব ১৪
৩.৩ আলোচনা-১: বাল্যবিবাহ ১৬
৩.৪ আলোচনা-২: শিশু শ্রম ২১
৩.৫ আলোচনা-৩: উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি ২৮

সংযোজনী সমূহ
সংযোজনী-১: বেইস লাইন জরিপের প্রশ্নপত্র ৩৬
সংযোজনী-২: যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৩৯
সংযোজনী-৩: সহায়ক তথ্যসূত্র ৪০

অধ্যায়- ১ : বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সহায়িকার পরিচিতি

১.১ ভূমিকা : আনন্দলোক ট্রাস্টের ধারণা

আনন্দলোক ট্রাস্ট ফর এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আনন্দলোক ট্রাস্ট), জাতীয় পর্যায়ের একটি সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তর থেকে বাংলাদেশের স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ তৈরি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বনির্ভর উদ্যোগকে সমর্থন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আনন্দলোক ট্রাস্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য নতুন প্রযুক্তি, ধারণা এবং গবেষণার প্রসার এবং উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পদ সংগ্রহ এবং তৃণমূল পর্যায়ে সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা করে। আনন্দলোক ট্রাস্ট বাংলাদেশে আরও মানবিক, ন্যায্য এবং ন্যায়পরায়ণ সমাজের জন্য আলোকিত, বিশ্লেষণমূখী সচেতনতা সৃষ্টি এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করে।

এখন পর্যন্ত, আনন্দলোক ট্রাস্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাংলাদেশের স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক অর্থায়নে ৩৪ টি আনন্দলোক স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে। আনন্দলোক স্কুলগুলি এই নিবন্ধিত ট্রাস্টের একমাত্র প্রোগ্রাম হয়ে উঠেছে। আনন্দলোক ট্রাস্ট বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত যারা সাধারণত শিক্ষার প্রতি অনুরাগ রাখেন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী পেশাদার ব্যাকগ্রাউন্ড সহ ট্রাস্টি হয়েছেন। ২০০৮ সাল থেকে, ২০১৭ সালে একটি সংস্থা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হবার আগে, আনন্দলোক ট্রাস্টের সদস্যরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে আসছে, যেমন শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষক ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আনন্দলোক বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বতে শক্তিশালী করার জন্য তহবিল সংগ্রহ। বর্তমানে, আনন্দলোক ট্রাস্ট সমস্ত আনন্দলোক স্কুলের টেকসইতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্বেচ্ছাসেবক এবং ব্যক্তিগত সমর্থক, নিয়মিত দাতাদের একত্রিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

১.২ প্রকল্পের প্রেক্ষাপট

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা। বিভিন্ন উদ্যোগ এই বাস্তবতাকে পুনঃনিশ্চিত করে যে শিক্ষা হলো টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শক্তিশালী এবং প্রমাণিত বাহন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যাশা করা যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মেয়ে এবং ছেলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শেষ করবে। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশের ২০.৫% (দারিদ্র্যের হার সম্পর্কে বিবিএসের তথ্য, ২০১৮-২০১৯) মানুষ এখনও দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। ৩০ লক্ষেরও বেশি স্কুল-বয়সী শিশুর শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদানকারী প্রায় অর্ধেক মেয়েই বাল্যবিবাহ এবং শিশু শ্রমের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। দারিদ্র্য, ভৌগোলিক দূরত্ব, লিঙ্গ বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব সহ নানাবিধ কারণে একটি মেয়ে শিশু তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহে 'গুণগত এবং প্রাসঙ্গিক প্রাথমিক শিক্ষার সমান প্রবেশাধিকার' প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে। এই প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটি ৮০টি আনুষ্ঠানিক স্কুল এবং ৩৪টি আনন্দলোক স্কুলের ছাত্রীদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে মসৃণ স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্কুল কমিটি, জেলা ও উপজেলা ইডিসি এবং ফোরামের সদস্য, ইএসও, শিক্ষক, অভিভাবক সহ স্থানীয় জনগোষ্ঠী শিক্ষার্থী বিশেষত: মেয়ে শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা অব্যাহত রাখতে ভূমিকা রাখবে।

১.৩ কোন ধরনের সহায়িকা

এটি এমন একটি সহায়িকা যার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মীরা পরিকল্পনা অনুযায়ী এসএমসি সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবক, এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্য, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করবেন। সেখানে বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং উত্ত্যক্তকরণ বুলিং ও যৌন হয়রানি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হবে। এখানে প্রকল্প এবং সহায়িকা সম্পর্কিত ধারণা, কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক এবং বিষয় ভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। কোনা ধারণা কীভাবে শুরু হয়, কীভাবে গ্রহণ করা হয় এবং কীভাবে তার প্রভাব পড়ে সেই সম্পর্কে কর্মীদের ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য, বিপুল সংখ্যক মানুষের নতুন একটি ধারণা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সম্পর্ক তৈরি, সমাজকে জানা এবং মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শোনা এবং উৎসাহিত করার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিষ্ঠান সহ সমাজের সকলেই পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ার সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত।

১.৪ সহায়িকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য

বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সহায়িকাটি মূলত: প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মী, বিভিন্ন কমিটি, শিক্ষক, ফোরাম সদস্য ও শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা জোরদার করার জন্য এবং আনন্দলোক ট্রাস্টের সেকেন্ডারি স্কুল এনরোলমেন্ট অব গার্লস প্রকল্পে বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, এবং উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সহায়িকা তৈরির অন্যতম উদ্দেশ্য হলোঃ

- জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের একসাথে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি ।
- বিভিন্ন বিষয় এবং উপস্থাপন প্রক্রিয়ার একটি সমন্বিত রূপরেখা প্রণয়ন।
- বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি বিষয়ে একই ধরনের তথ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সেই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর প্রভাব সৃষ্টি করা।

১.৫ সহায়িকাটি কীভাবে কাজ করবে

আলোচনা সহায়িকার বিভিন্ন কার্যক্রম একটি প্রক্রিয়ার মতো। আরম্ভ হয় পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে। সহায়িকাটি প্রকল্পের কর্মীরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। তখন বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং প্রাসঙ্গিক চর্চা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়। সহায়িকাটি চুড়ান্ত করার ক্ষেত্রে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। কমিউনিটি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা কাজের পরিকল্পনা করে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে বেইসলাইন মূল্যায়ন করে। কর্মীদের চলমান সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে এবং মূল বিষয় একই থাকলেও এলাকা এবং অংশগ্রহণকারী দের স্তর বিবেচনায় আলোচনার গভীরতার তারতম্য থাকে। কিছুদিন আলোচনার পর কমিউনিটি সর্বত্র এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা ও উপলব্ধির সুযোগ তৈরি হয়। এই সহায়িকায় বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানিকে সম্পর্কিত করার সময় নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছে যা কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১) কি বিষয়?- বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, এবং উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি সম্পর্কে জানা এবং উপলব্ধি করা

২) কেন?- লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং পরিবর্তনের জন্য

৩) কীভাবে?- কর্মীদের স্তর বিবেচনায় সহায়িকাটি তৈরি এখন যাদের সাথে আলোচনা করতে হবে কর্মীরা অংশগ্রহণকারীদের স্তর ও সময় বিবেচনা করে বিষয়গুলি উপস্থাপন করবে।

৪) কতটা সময়?- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন এবং মূল্যায়ন করা।

১.৬ সহায়িকার ব্যবহারবিধি

এই সহায়িকাটি ব্যবহার করে প্রকল্পের কর্মীরা আলোচনাগুলি পরিচালনা করবেন। আমরা কী শেখাচ্ছি সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কীভাবে আমরা তা শেখাচ্ছি সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সহায়িকায় প্রতিটি আলোচনার পাঠ পরিকল্পনা দেয়া আছে। প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা কীভাবে করতে হবে সেগুলো সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হ্যান্ডআউটে বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য আছে যা জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবে। তাই সফলতার সাথে আলোচনা করার জন্য এই সহায়িকাটি সম্পর্কে কর্মীদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা এবং নিম্নের বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক:

- আলোচনা সভা পরিচালনার পূর্বেই সম্পূর্ণ সহায়িকাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। শুরু থেকে শেষ অধ্যায়ের সকল বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে পরিচিত হয়ে নিন।
- প্রতিটি আলোচনার পূর্বে অধিবেশন পরিচালনার প্রক্রিয়া ভালোভাবে পড়ুন (আলোচনা চলাকালীন সহায়িকা দেখে দেখে কার্যক্রম পরিচালনা উপযোগী নয়- বিষয়টি মনে রেখে প্রস্তুতি নিন)।
- আলোচনার যে কোন পর্যায়েই আপনার মনগড়া মতামত বা ব্যাখ্যা দেয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এতে করে আপনার প্রদত্ত ব্যাখ্যা ভুল অথবা অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে।

- সহায়িকায় প্রতিটি কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, আলোচনার বিষয় সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ধারণা, এবং প্রস্তুতির একটি রূপরেখা দেওয়া আছে সেগুলিকে বিবেচনায় রাখুন।
- প্রতিটি আলোচনার মূল বার্তাগুলি অংশগ্রহণকারীরা বুঝতে পারছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- প্রশিক্ষণে যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সে পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করুন।
- যে সব উপকরণের বর্ণনা দেয়া আছে সেসব উপকরণ পূর্বেই সংগ্রহ করে রাখুন এবং প্রতিটি আলোচনা সভা পরিচালনার পূর্বে উপকরণসমূহ হাতের কাছে রাখুন।
- কোন আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য নমনীয় থাকা প্রয়োজন (যেমন- সময়, আবহাওয়া ইত্যাদি)

অধ্যায়-২: কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

২.১ কর্মী প্রশিক্ষণ

আনন্দলোক ট্রাস্টের কর্মীরা এক ধাপ এগিয়ে থাকবেন। প্রস্তুতির জন্য প্রথমে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বয়স্ক শিখণ প্রক্রিয়া জানা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন কর্মীদের জন্য একটি গভীরতর অভিজ্ঞতা। প্রশিক্ষণে কর্মীদের সক্ষমতা তৈরির সময় বিষয় সম্পর্কে জানা-বুঝা ছাড়াও এর ফলাফল বিশ্লেষণের দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ অধিবেশনগুলো গভীরতার সাথে পর্যালোচনা করে বিশেষভাবে পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। তবে পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের পর প্রয়োজন অনুযায়ী সূচিতে কিছু পরিবর্তন করা যেতে পারে।

- কর্মী প্রশিক্ষণ সাধারণত ২ দিন ধরে পরিচালিত হয়। একই সাথে পরিচালক এবং সমন্বয়কারী সহ সকল কর্মীগণ সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকেন।
- কর্মী প্রশিক্ষণ বিষয় সম্পর্কে শেখা, অনুশীলন এবং উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়। ব্যক্তিগত এবং উদ্দীপনামূলক ধারণা, প্রশ্ন করা এবং গভীরভাবে অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রশিক্ষণে সৃজনশীলতার স্বীকৃতি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও উৎসাহের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়।
- প্রশিক্ষণে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় হলো কর্মীরা যখন নিজেদের জীবন নিয়ে বিশ্লেষণমূখী চিন্তাভাবনা শুরু করে। জীবন এবং সংস্থার অংশ হিসাবে তারা চিন্তা ও আচরণ করে। সমস্যার সমাধান নিয়ে প্রশ্ন করে।
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জেলা সমন্বয়কারীগণ যখন এডুকেশন সার্পোট অর্গানাইজারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন তখন কর্মীদের মধ্যে থেকে সহ- সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারেন। একাধিক সহ-সহায়ক অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। সহ- সহায়কদের জেন্ডার এবং সামাজিক বিষয়ে চ্যালেঞ্জিং আলোচনা করার কিছু অভিজ্ঞতা, পাশাপাশি দ্রুত গ্রহণ করা, বিচারকের ভূমিকা না নিয়ে বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করার সক্ষমতা থাকতে হবে।

২.২ বেইস লাইন জরিপ:

কোনও কার্যক্রম শুরু করার আগে কমিউনিটিতে ব্যক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এটি হবে এই কার্যক্রমের বেইস লাইন জরিপ, যা প্রকল্পের কর্মীদের শুরুর অবস্থা জানতে, বিশ্লেষণ করতে এবং কর্মপরিকল্পনা পূনমূল্যায়নে সক্ষম করে তুলবে। ফলে কর্মীরা নির্ভুলভাবে পরিবর্তনগুলি পরিমাপ করতে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম আরও ভালোভাবে মূল্যায়ন করতে পারবেন। একই সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়ন শেষে এর প্রভাব নিরূপণ করতে পারবেন।

২.৩ কমিউনিটির সাথে কাজ শুরু

প্রশিক্ষণ শেষ করার পরে, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে। মনে রাখবেন, আলোচনাগুলি নির্বাচিত জনগোষ্ঠী বা কমিটির মধ্যে পরিচালিত হবে। তারা আরও অনেক মানুষকে জড়িত করবেন এবং নিজস্ব বলয়ে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। নিজের প্রস্তুতির সাথে কর্মীদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে প্রাথমিক আলাপ শুরু করা প্রয়োজন।

কমিউনিটিকে জানা: একটি সমাজ বহুমাত্রিক এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করে। যখন আমরা কমিউনিটির কথা বলি তখন তারা এমন কোন দল যারা একই ভৌগলিক এলাকায় বাস করে বা কাজ করে, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে এবং একে অপরের জীবনকে প্রভাবিত করে। এটি শুধু আলোচনা বা মত বিনিময় নয়, মোবিলাইজেশনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। কমিউনিটিতে কিছুটা সময় ব্যয় করুন। তাদের কথা শুনুন। প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আরও জানুন। অনুসন্ধান করুন, সংযুক্ত থাকুন এবং প্রত্যেককে গুরুত্ব দিন।

কার্যকর সম্পর্ক তৈরি: প্রাথমিক পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সম্পর্ক গড়ে তোলা। সম্ভব্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে হবে। শুরু করা সংশ্লিষ্ট ফোরাম, প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে সাধারণ ধারণা বিনিময় করা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রদ্ধাশীল হউন! সহযোগী হউন। আপনার কথাবার্তা এবং কার্যক্রমে এটি ফুটিয়ে তুলুন।

অন্যদের উদ্বেগ বা কম গুরুত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে সচেতনতা: অনেক সময় নতুন ধারণা গ্রহণ এবং পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা উদ্বেগজনক হতে পারে। অনেকে বিষয়গুলিকে কম গুরুত্ব দিতে পারেন। এটি স্বাভাবিক। তাদের বলুন কীভাবে এই আলোচনা তাদের এবং এলাকার উপকার করতে পারে এবং কীভাবে তারা মেয়ে শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন। এটি তাদের মধ্যে আস্থা তৈরি করবে এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া কমাবে। এলাকায় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি দৃঢ় করবে।

২.৪ কর্মীকে সহায়তা প্রদান

সহায়িকা তৈরি কিংবা কর্মী প্রশিক্ষণ এই প্রকল্পের জন্য একটি শুরুর কাজ। প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরে কর্মীদের মধ্যে বিশ্লেষণমুখী চিন্তার ঝলক দেখা যায়, মনের মধ্যে প্রশ্নের উদয় হয়। ট্রাস্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন হিসাবে আচরণ করেন। কমিউনিটির মধ্যে কী ঘটছে তার প্রতি কর্মীদের গভীরভাবে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কমিউনিটিতে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, নিজেদের মধ্যে বিরোধ এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে কর্মীদের সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ। চলমান সহায়তা প্রদান কর্মীদের সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটায়।

কর্মীদের মধ্যে নিজস্ব উপলব্ধির পরিবর্তন বিষয়ে বিশ্লেষণের দক্ষতা এবং আত্ম-সচেতনতা তৈরি না হলে তারা কমিউনিটিতে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন চিহ্নিত করতে এবং বুঝতে পারবে না। যদি তারা ব্যক্তিগত ও পেশাগতভাবে বিষয়টি সমর্থন না করে তবে তারা কমিউনিটিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা করতে পারবেনা। আলোচনার কার্যকারিতা কমে যাবে এমনকি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ভেঙ্গে পড়বে। তাই কর্মীদের চলমান সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ:

কর্মীদের সহায়তা করার উপায়

পরিকল্পনা মতো আলোচনা অব্যাহত রাখা: কর্মীদের এই বিষয়গুলিতে সক্রিয় রাখার জন্য বিদ্যমান সভা বা নতুন করে সমন্বয় সভা আয়োজন করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন, প্রকল্পের সকল কর্মীদের নিয়ে ত্রৈমাসিক এবং জেলাক্ষেত্রে ছোট ওয়ার্কিং দলে প্রতি মাসে এটি করা যেতে পারে।

একক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত থাকা: সকল কর্মীদের সাথে সংযোগ তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পিত কিন্তু অনানুষ্ঠানিক উপস্থিতি বা ফোন করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। এই আলাপচারিতা, প্রতিফলন, শিক্ষা, ব্যক্তিগত আবিষ্কার ইত্যাদি তাদের মধ্যে আস্থা তৈরি করবে।

অনুশীলন করা: একটি হলো কোন বিষয় বা কার্যক্রম সম্পর্কে পড়া এবং আরেকটি হলো অন্যান্য সহ-কর্মীদের সাথে চর্চা করা। সত্যিকারের অনুশীলনের অর্থ অন্যদের সাথে একটি বিষয় নিয়ে চর্চা করা যেখানে অন্যরা কমিউনিটি এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে অভিনয় করবেন।

কার্যক্রম, অগ্রগতি এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা: বিষয় ভিত্তিক আলোচনার কার্যকারিতা জানা এবং জটিলতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। কর্মীদের সাফল্যগুলি ভাগ করে নেয়া, সমস্যা সমাধান করা এবং পরিকল্পনা করার সময় আপনার উপস্থিত থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

২.৫ বিষয়বস্তুর বিন্যাস

এখানে একজন কর্মীকে শুধু বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানলেই চলবে না বরং এর বিন্যাসও জানতে হবে। সময় এবং জানার অগ্রাধিকার অনুযায়ী সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়সমূহ ঠিক করতে হবে। অর্থাৎ অগ্রাধিকার: ১- অবশ্যই জানতে হবে থেকে শুরু করতে হবে। সময় বেশি পাওয়া গেলে অগ্রাধিকার: ২ বা ৩ এর কথা বিবেচনা করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের ধরন, আলোচনার গতি এবং অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা বিবেচনায় রাখতে হবে। ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন পদ্ধতি বাছাই করা হয়। উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো দলীয় আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ভূমিকা অভিনয়, প্রদর্শন, কেস স্টাডি বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

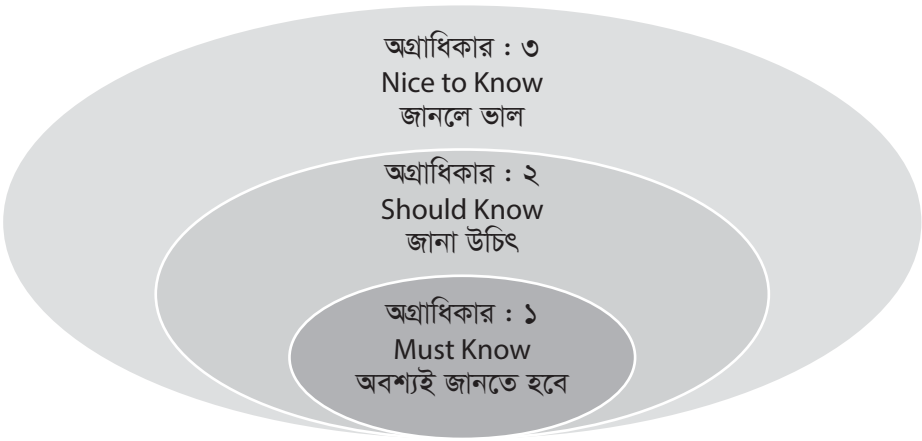

চিত্র: বিষয়বস্তুর বিন্যাস

২.৬ কাউন্সেলিং- এর ধারণা এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রসমূহ কাউন্সেলিং কি:

কাউন্সেলিং এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কোন ব্যক্তি, দল, দম্পতি এবং পরিবারের বিকাশগত বা সংকটগত কোন সমস্যার জন্য কতিপয় নীতিমালা ব্যবহার করে সমস্যা মোকাবেলা করতে সহায়তা করা হয়। কাউন্সেলিং সেবার মূল লক্ষ্য হলো সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি বা দলকে তার সমস্যা বুঝতে, তার চিন্তা ও আবেগ এবং তার জীবন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে সক্ষম হয়ে সেই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা। কাউন্সেলিং অনুভূতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ:

- কম উদ্বিগ্ন বোধ করে
- সিদ্ধান্ত নিতে পারে
- পদক্ষেপ গ্রহণ করতে
- উন্নয়ন এবং পরিবর্তন

কাউন্সেলিং কোন উপদেশ দেয় না, শুধুমাত্র তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে, তাদের বিকল্পগুলি পরীক্ষা করতে, তাদের অনুভূতি বুঝতে এবং তাদের কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয় এমন বিকল্প বেছে নিতে সাহায্য করে।

কাউন্সেলিং এর ধরন:

ক) ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং: যখন একজন মানুষকে তার সমস্যার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কাউন্সেলিং প্রদান করা হয় তখন তাকে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং বলা হয়। এক্ষেত্রে যিনি কাউন্সেলিং প্রদান করে তিনি তাকে বিভিন্ন সমস্যা বুঝতে এবং কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ধাপে ধাপে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেন।

খ) দলীয় কাউন্সেলিং: যখন একাধিক সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে একটি দলে কাউন্সেলিং করা হয় তখন তাকে দলীয় কাউন্সেলিং বলা হয়। সেক্ষত্রে ব্যক্তিদের একই ধরণের সমস্যা থাকবে এবং তাদের আগ্রহ থাকবে। দলটি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যা দলের সদস্য ও কাউন্সেলর যৌথভাবে পরিচালনা করেন।

গ) দাম্পত্য কাউন্সেলিং: যখন স্বামী-স্ত্রী বা দাম্পত্য জীবনের কোন সমস্যার জন্য কাউন্সেলিং প্রদান করা হয় তখন তাকে ক্যাপল/দাম্পত্য কাউন্সেলিং বলা হয়। এক্ষেত্রে দম্পতিদের সম্মতি দিতে হয় এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে কাউন্সেলিং সেশনে অংশ নিতে হবে।

ঘ) পারিবারিক কাউন্সেলিং: পারিবারিক বিষয়ে কোন সমস্যার জন্য যে কাউন্সেলিং প্রদান করা হয় তাকে পারিবারিক কাউন্সেলিং বা ফ্যামিলি কাউন্সেলিং বলা হয়। সাধারনত শিশুদের মানসিক সমস্যা, পারিবারিক কলহ, যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়।

সার্পোটিভ কাউন্সেলিং কী

সার্পোটিভ কাউন্সেলিং হলো কাউন্সেলিং এর এমন একটি ধরন যেখানে ব্যক্তি বা দলের ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরা হয়, সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাদের পরিবর্তনগুলি মনিটর করা হয় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি আশা দেয়া হয়।

যখন কোন ব্যক্তি বা দল সমস্যা বুঝতে বা সমস্যা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়, যখন তার বা তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। মূলত এই হতাশাবোধ কাটিয়ে উঠাতে সার্পোটিভ কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন হয়। সার্পোটিভ কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে গোপনীয়তা এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। নিজের মতামত ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিচার করা থেকে বিরত থাকতে হয়। সার্পোটিভ কাউন্সিলর হলেন এমন যারা অন্যদেরকে তাদের নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ করতে, বুঝতে এবং গ্রহণ করতে সাহায্য করে। কাউন্সেলররা এমন পরিস্থিতি তৈরি করেন যেখানে অন্যরা কথা বলার মাধ্যমে তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতির সাথে আরও ভালোভাবে পরিচিত হতে পারে।

সার্পোটিভ কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে সুপারভিশনের প্রয়োজনীয়তা

- কাউন্সেলিং বা সার্পোটিভ কাউন্সেলিং একটি প্রক্রিয়া। একটি প্রক্রিয়া কেন্দ্রীক কাজে প্রাথমিক অবস্থায় অভিজ্ঞ কারো সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ;
- ব্যক্তি যখন তার ব্যক্তিগত সমস্যা সুপারভাইজারের সাথে শেয়ার করে তখন মত-বিনিময় ও দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে নিজের সক্ষমতা বাড়ে এবং বিদ্যমান দক্ষতাকে বেশি কাজে লাগানো যায়।

সার্পোটিভ কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রসমূহ

ক্ষেত্র	কাজ	প্রক্রিয়া
ব্যক্তিকেন্দ্রিক (উত্ত্যক্তকরণ বা হয়রানির শিকার শিশু)	• অবহিতকরণ • সমস্যা পর্যালোচনা • সমস্যা নিরাময়ের পন্থা নির্বাচন • নিয়মিত মনিটরিং	• পরিবারের সাথে আলোচনা • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা • স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ • ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্বাচনে তথ্য প্রদান
পরিবার (বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম ইত্যাদি)	• অভিভাবক অবহিতকরণ • সচেতনতা সৃষ্টি • ইতিবাচক মনোভব	• বিভিন্ন দিক তুলে ধরে উপলব্ধি তৈরিতে সহায়তা • পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা
সমাজ (বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম উত্ত্যক্তকরণ বা হয়রানীর ইত্যাদি)	• অবহিত করণ • সহযোগিতা ও সহমর্মিতা • সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আলোচনা, ক্যাম্পেইন • নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	• এসএমসি, ইডিসি'র ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা • স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আলোচনা, • আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকরী সংস্থাকে অবহিতকরণ • শিক্ষা সহ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে এ্যাডভোকেসি • সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্যাম্পেইন

২.৭ ক্যাম্পেইন এবং এ্যাডভোকেসি সম্পর্কিত ধারণায়ন

অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদের মধ্যে ক্যাম্পেইন এবং এ্যাডভোকেসি বিষয়ে ধারণার ভিন্নতা তৈরি হয়। ধারণাগত স্বচ্ছতা কম থাকায় একটির সাথে অন্যটি গুলিয়ে যায়। তাই এই দু'টি বিষয়ে কর্মীদের সঠিক ধারণায়ন জরুরি।

সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন

সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন হলো একটি সমন্বিত প্রয়াশ যেখানে একাধিক উপাদান যেমন তথ্য উন্নয়ন, ধারাবাহিক আয়োজন, গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা, প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান সংস্কৃতি বা চর্চা ও কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত, সরকারি নীতি, বাজেট ইত্যাদি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে (Bouder, 2013, Public Awareness Campaign section, para. ১) পরিচালিত হয়। সাধারনত ক্যাম্পেইন একটি প্রধান ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং কাঙ্ক্ষিত আচরণ পরিবর্তনে উদ্যমী করে তোলে। ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ব্যাক্তির আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে অপর ধরণের ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কমিউনিটিতে এক ধরনের পলিসি পরিবর্তনের প্রয়াস ঘটানো হয়।

পরিবর্তন কাঠামো এবং ক্যাম্পেইনের পর্যায়সমূহ

পরিবর্তন তত্ত্বের বিভিন্ন পর্যায় আমাদের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বুঝতে সাহায্য করে। এটি ব্যক্তিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে শুরু করে ক্রমান্বয়ে কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবর্তনের দিকে এগিয়েছে। ব্যক্তি ও কমিউনিটি যে প্রক্রিয়ায় তার আচরণ পরিবর্তন করে বোঝার ক্ষেত্রে এই পর্যায়সমূহ একটি দিক নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পরিবর্তন তত্ত্বের কাঠামোটি নিম্নরূপ:

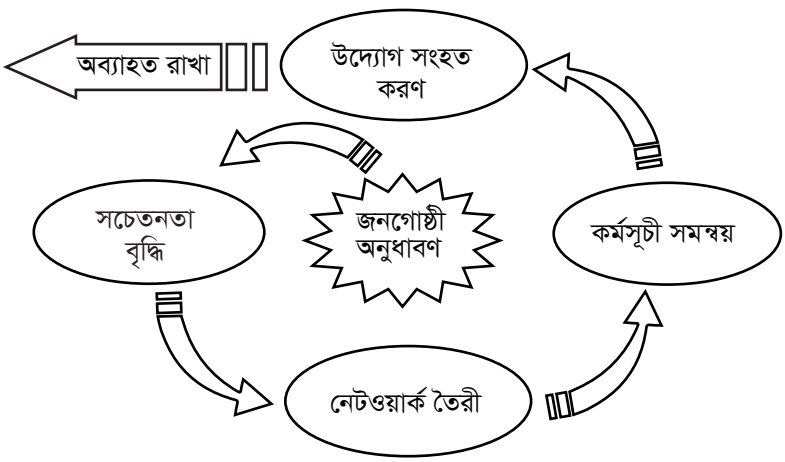

⇨ পর্যায় ১ : জনগোষ্ঠী অনুধাবন- এই পর্যায়ে বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং যৌন হয়রানি সম্পর্কে কিশোর-কিশোরী, নারী-পুরুষ, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং সম্পর্ক স্থাপন করা।

⇨ পর্যায় ২ : সচেতনতা বৃদ্ধি- এই পর্যায়টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির সময়। বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে ইতিবাচক চিন্তা ও সচেতনতার উন্মেষ ঘটে।

⇨ পর্যায় ৩: নেটওয়ার্ক তৈরি- এই পর্যায়ে বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও পরিবর্তন আনতে উৎসাহিত করার সময়। মেয়ে শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং পড়াশুনা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগকে কার্যকরী করতে সংশ্লিষ্টরা একত্রিত হয়।

⇨ পর্যায় ৪ : কর্মসূচি সমন্বয় - কার্যকরী কর্মউদ্যোগ গ্রহণের পর্যায়টি পদক্ষেপ নেয়ার সময় যা 'গুণগত এবং প্রাসঙ্গিক উপযুক্ত শিক্ষা দৈনন্দিন জীবন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, কার্যপ্রণালী এবং চর্চার অংশ।

⇨ পর্যায় ৫: উদ্যোগসমূহ সংহত করা-এই পর্যায়টি মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ এবং কার্যক্রমকে সংহত করার সময় যাতে উদ্যোগসমূহের টিকে থাকা এবং গতিশীলতা নিশ্চিত করা যায়।

এ্যাডভোকেসির ধারনা

তথ্যকে যুক্তিতে রূপ দিয়ে আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক ও গণমাধ্যমকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগিয়ে কোন তথ্য ও প্রযুক্তিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের কাছে গ্রহণযোগ্য করা এবং তার উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সমাজকে প্রস্তুত করে তোলা (ইউনিসেফ)। এই কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, প্রচলিত ব্যবস্থা বা প্রথাকে প্রভাবিত ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করার সমন্বিত, ধারাবাহিক এবং সংগঠিত প্রচেষ্টাই হচ্ছে এ্যাডভোকেসি।

এ্যাডভোকেসি বাস্তবায়নে নিম্নের পদক্ষেপসমূহ অনুসরন করবে: ১) বিশ্লেষণ, ২) কৌশল, ৩) উদ্বুদ্ধকরণ, ৪) কর্ম সম্পাদন, ৫) মূল্যায়ন, ৬) ধারাবাহিকতা।

এ্যাডভোকেসি বাস্তবায়নে নিম্নের পদক্ষেপসমূহ অনুসরন করবে: ১) বিশ্লেষণ, ২) কৌশল, ৩) উদ্বুদ্ধকরণ, ৪) কর্ম সম্পাদন, ৫) মূল্যায়ন, ৬) ধারাবাহিকতা।

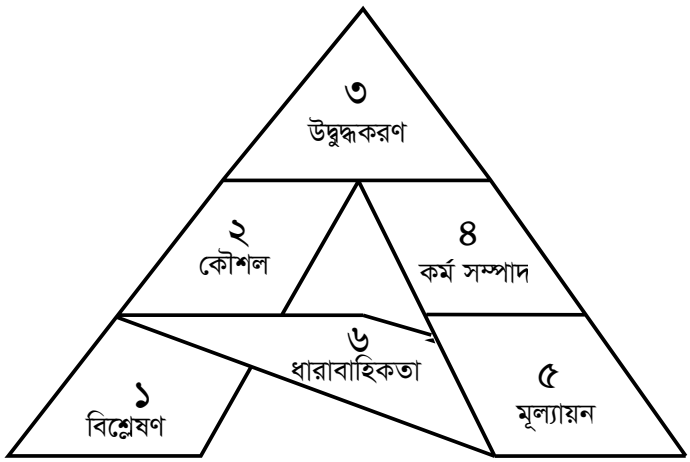

চিত্র: জনস্ হপকিনস্ স্কুল অব পাবলিক হেলথ কর্তৃক প্রকাশিত A Frame for Advocacy অবলম্বনে

এ্যাডভোকেসি জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ্যাডভোকেসি সুস্পষ্ট পথে পরিচালনার কৌশল প্রণয়ন। এই পর্যায়ে বিদ্যমান তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়। অন্যান্য মত ও সংশ্লিষ্টদের প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এখানে নমনীয়তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

এ্যাডভোকেসির টুলস বা উপকরণ: যেমন দিবস পালন, স্বাক্ষর ক্যাম্পেইন, পোষ্টার ও লিফলেট প্রকাশ, স্মারকলিপি প্রদান, দাবিনামা পেশ, প্রেস ব্রিফিং, কনফারেন্স, সাংবাদিকদের ভিজিট, সংলাপ ও বিতর্ক সভার আয়োজন করা, নীতি গবেষণা, নীতি নির্ধারক পর্যায়ে লবিং ইত্যাদির সৃজনশীল ও কার্যকর প্রয়োগ।

ইস্যুটিকে জীবন্ত ও বেগবান করার কৌশল: ধারাবাহিক ক্যাম্পেইন করা, সহায়ক শক্তি চিহ্নিত করা (প্রফেশনাল এক্সপার্ট) এবং তাদের সাথে কাজ করার সুযোগ তৈরী

ধারাবাহিক প্রতিফলন: বাস্তবায়ন >প্রতিফলন >পুনরায় বাস্তবায়ন।

২.৮ সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আলোচনার কৌশল

সংবেদনশীলতা হলো এক ধরনের শারীরবৃত্তীয় এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া বা অনুভূতি যা কিছু শর্ত বা উদ্দীপনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সচেতনতার মাত্রা এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরিবর্তন, কোন চ্যালেঞ্জ, বা দাবির প্রতিক্রিয়াই হলো সংবেদনশীলতা। প্রত্যেক মানুষের সংবেদনশীলতার ভিন্নতা রয়েছে। ব্যক্তি, বিষয়, সমাজ-সংস্কৃতি, বয়স, পরিস্থিতি, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সংবেদনশীলতার তারতম্য হয়। বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানী সহ উচ্চ শিক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার উন্নত করার বিষয়ে অনেক এলাকায় কিছু সংবেদনশীলতা থাকতে পারে। সংবেদনশীল বিষয় অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ইস্যু হিসাবে দেখা দেয়। সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আলোচনা একজন কর্মীর জন্য কখনো কখনো যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিম্নে কতিপয় কৌশল উল্লেখ করা হলো:

১.কম সংবেদনশীল থেকে অধিক সংবেদশীল বিষয়ের দিকে যাওয়া: কম সংবেদনশীল এবং কম বিতর্কিত বিষয় নিয়ে শুরু করা আলোচনা শুরু করা কম সংবেদনশীল বিষয়ে ছোট ছোট তথ্য প্রদানের মাধ্যমে একটা সুসম্পর্ক ও আস্থা গড়ে উঠবে। এই সম্পর্কের জের ধরেই পরবর্তীতে অধিক সংবেদনশীল ও চিন্তাযুক্ত বা গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনায় যেতে হবে ।

২.সক্রিয় শ্রবণ: সক্রিয় শ্রবণ অর্থ শুধু শোনা নয়। সক্রিয় শ্রবণ= শোনা এবং বুঝা । সকলের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনা এবং সে অনুযায়ী ভূমিকা পালন করতে হয়।

৩.সকলের বোধগম্য ও সহজভাবে বর্ণনা: জটিল বিষয়ের ভিত তৈরি হয় সহজ ভাবে শুরু করার মাধ্যমে। কারণ সহজ ভাবে উপস্থাপন অন্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ঐকমত্যে পৌঁছতে সাহায্য করে।

৪.বিচারকের ভূমিকা না নেওয়া: বিচারকের ভূমিকা না নেওয়া এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা।

৫.গোপনীয়তা রক্ষা: গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে অধিকতর যত্নশীল হওয়া।

৬.ভূমিকা পালনে সংযত: উপযোগী ভাষা ও উদাহরণ এবং অঙ্গভঙ্গির সঠিক ব্যবহার।

৭.মতামত না দেবার অধিকার: কোন বিষয়ে মতামত না দিলে বা না বলতে চাইলে সেই অধিকার সংরক্ষণ।

৮.অনুকুল পরিবেশ তৈরি: অংশগ্রহণকারীদের সহজ করে তোলা ও স্বাচ্ছন্দে রাখা; নিজের ও অন্যদের শক্তি এবং কর্মক্ষমতা সচল রাখার চেষ্টা করা।

অধ্যায়-৩: বিষয় ভিত্তিক আলোচনাসমূহ এবং পরিচালনার ধাপ

৩.১ আলোচনা পরিচালনার কাঠামো

অপশন-১ঃ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক, ফোরাম সদস্য এবং অভিভাবকদের সাথে সফলভাবে বিষয় ভিত্তিক একটি আলোচনা অধিবেশন যা ৪৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। এই কাঠামোর একটি নমুনা:

সূচনা ও সম্পর্ক স্থাপন (০৩ মিনিট)

- স্বাগত জানান এবং পরিচয় দিন
- উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন

আলোচনা (৩৫ মিনিট)

- বিষয় ভিত্তিক আলোচনা এবং ব্যাখ্যা

সারসংক্ষেপ ও সমাপ্তি (০৭ মিনিট)

- আলোচনার সারসংক্ষেপ এবং মূলবার্তা উপস্থাপন
- ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভা শেষ।

আলোচ্য বিষয়ের বিস্তৃতি

বাল্যবিবাহ: বাল্যবিবাহ কী,বাল্যবিবাহের কারণ, ক্ষতিকর দিক, আইন ও শাস্তি, প্রতিরোধে করণীয়।

শিশু শ্রম: শিশুর সংজ্ঞা, শিশু শ্রম কী, শিশু শ্রমের কারণ, শিশু শ্রমের প্রভাব, শিশু অধিকার সম্পর্কিত ধারণা, শিশু শ্রম প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারীদের করণীয়।

উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি: উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি, এলাকা, রাস্তা-ঘাট বা যানবাহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলোর স্বরূপ, কারণ, এর সাথে শিক্ষা ও বাল্যবিবাহের সম্পর্ক, প্রতিরোধে করণীয়।

অপশন-২ ঃ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক, ফোরাম সদস্য এবং অভিভাবকদের সাথে সফলভাবে বিষয় ভিত্তিক একটি আলোচনা অধিবেশন যা ১ ঘন্টা ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। এই কাঠামোর একটি নমুনা:

সূচনা ও সম্পর্ক স্থাপন (০৫ মিনিট)

- স্বাগত জানান এবং পরিচয় দিন।
- উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

আলোচনা (৬০ মিনিট)

- বিষয় ব্যাখ্যা এবং আলোচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করতে ও আলোচনা করতে উৎসাহিত করুন।
- প্রশ্ন বা সমস্যার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন।

সারসংক্ষেপ ও সমাপ্তি (১০ মিনিট)

- আলোচনার সারসংক্ষেপ এবং মূলবার্তা উপস্থাপন
- ২/১ জন অংশগ্রহণকারীর ফিডব্যাক এবং কোন বিষয়ে জানতে চাইলে তা পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।
- ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভা শেষ।

আলোচ্য বিষয়ের বিস্তৃতি

বাল্যবিবাহ: কেস স্টাডি উপস্থাপন, অভিজ্ঞতা বিনিময়, বাল্য বিবাহের কারণ, ক্ষতিকর দিক, আইন ও শাস্তি, বিশেষ বিধান, প্রতিরোধে করণীয়।

শিশু শ্রম: শিশুর সংজ্ঞা, শিশু শ্রম কী, বাংলাদেশে শিশু শ্রমের ধরণ, শিশু শ্রমের কারণ, শিশু শ্রমের প্রভাব শিশু অধিকার সম্পর্কিত ধারণা- সিআরসি, শিশু শ্রম সম্পর্কিত কতিপয় প্রচলিত ধারণা ও তার প্রকৃত ব্যাখ্যা, শিশু শ্রম প্রতিরোধ সরকারি পদক্ষেপ। শিশু শ্রম প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের করণীয়।

উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি: উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি, এলাকা, রাস্তা-ঘাট বা যানবাহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলোর স্বরূপ, কারণ, এর সাথে শিক্ষা ও বাল্য বিবাহের সম্পর্ক, যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন মোকাবেলা করার পূর্ব প্রস্তুতি: যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের মখোমুখি হলে করনীয়।

৩.২ প্রাথমিক আলোচনা

সূচনা পর্ব

আলোচনার বিষয় সম্পর্কিত ধারণা:
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বিষয় ভিত্তিক আলোচনা আয়োজনের গুরুত্ব এবং তাদের ভূমিকা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানবে। সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সাথে পরিচিত হবে।

কর্মীর প্রস্তুতি:
প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বিষয় ভিত্তিক আলোচনা আয়োজনের গুরুত্ব এবং প্রত্যাশিত ফলাফল কীভাবে সহজে বলা যায় সেই বিষয়ে পূর্বেই প্রস্তুতি নিন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এমনভাবে আলোচনা করুন যাতে সহযোগী অংশগ্রহণকারীদের কথা সুযোগ থাকে। এই সূচনা পর্বেই অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরীর চেষ্টা করতে হবে। সুযোগ থাকলে সহজে পাওয়া যায় এমন কোন ফুল বা উপকরণ দিয়ে তাদের স্বাগত জানাতে পারেন।

উদ্দেশ্য:
আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা-
প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য প্রত্যাশিত, ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে;

একে অপরের সাথে পরিচিত হবে এবং প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয় হবে;

প্রকল্পের কার্যক্রম, নিয়ম-কানুন এবং করণীয় বিষয়ে একাত্মতা প্রকাশ করবে।

সময়: ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

উপকরণ: ব্রাউন পেপার, নিবন্ধন খাতা।

পদ্ধতি: প্রশ্নোত্তর, ছক পূরণ, আলোচনা, প্রদর্শন।

আলোচনা পরিচালনার ধাপসমূহ:

১. স্বাগত জানানো: (সময় ৩ মিনিট)- দলের সদস্যদের নিয়ে গোল হয়ে বসুন। যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের স্বাগত জানান। নিজের পরিচয় দিন। আপনার সাথে সহ-সহায়ক থকলে তাকেও পরিচিত হবার সুযোগ দিন।

২. নিবন্ধন: (সময় ২ মিনিট)- নিবন্ধনের বিষয়টি লক্ষ্য রাখুন। তালিকার সঙ্গে প্রত্যেকের নাম মিলিয়ে দেখুন। আলোচনা শুরুর পূর্বে যখন তারা আসতে শুরু করবে তখনই নিবন্ধন শুরু করুন।

৩. পরিচয় ও জড়তা মোচনঃ (সময় ২০ মিনিট)- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন, আমরা অনেকেই একে অন্যের সাথে পরিচিত। মনে রাখবেন আপনাকে বিভিন্ন স্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করতে হবে। যেমন স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি), এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট কমিটি (স্কুল লেভেল, উপজেলা লেভেল এবং জেলা লেভেল), এডুকেশন সাপোর্ট অর্গানাইজার (ইএসও), স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবকদের সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। তাদের সমাজিক মর্যাদা এবং অবস্থানের কথা বিবেচনায় রেখে পরিচয় তুলে ধরার সময় ব্যক্তি জীবনের দু'একটি কথা, যেমন তার শখ ইত্যাদি জানার জন্য প্রশ্ন করুন। পরিচয় পর্বের সময়ই তার জন্য একটি সহজ ও জড়তামুক্ত পরিবেশ তৈরী করুন। আপনি নিজে একই ভাবে পরিচয় তুলে ধরুন। শেষ হলে ২/৩ জন অংশগ্রহণকারীর অনুভূতি জানতে চান।

৪. কার্যক্রম পরিচিতিঃ (সময় ১০ মিনিট)- সহায়ক প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করুন। আলোচনার মূল ৩ টি বিষয় বা ধরন সম্পর্কে বলুন। প্রতিটি আলোচনা বিষয় ভিন্ন এবং নতুন। এই পর্যায়ে কার্যক্রম থেকে কী উপকার হবে এবং ধারাবাহিকভাবে অধিবেশনে আসার গুরুত্ব তুলে ধরুন।

৫. নীতিমালা ঠিক করাঃ (সময় ১০ মিনিট)- দলের সাথে আলোচনা করে সকলের সম্মতিক্রমে কার্যক্রম ও অধিবেশন পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম-নীতি তৈরী করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো পোস্টার পেপারে লিখুন বা আঁকুন। নিয়মগুলো দেয়ালে টানিয়ে রাখুন। যেমন হতে পারে:

- সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করবো;
- বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করবো;
- অন্যের কথা শুনবো;
- সময় মেনে চলবো;
- সব ক'টি আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবো ইত্যাদি।

৬. আলোচনার সারসংক্ষেপ (সময় ৫ মিনিট)- প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে একটি সুন্দর আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিয়ম-নীতি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। এই বিষয়ে সকলে যথাযথ সাড়া দিবে প্রত্যাশা করে অধিবেশন সমাপ্ত

আলোচনা পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মীর জন্য কতিপয় পরামর্শঃ

সূচনা অধিবেশনে সময় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়ককে মনযোগী হতে হবে। মনে রাখবেন উপস্থাপনা যাতে অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে না যায়। আনুষ্ঠানিক শুরুর পর সহায়ক এজন্য উদ্যোগী অংশগ্রহণকারীদের সম্পৃক্ত করবেন। পারস্পরিক পরিচিতি ও স্বাচ্ছন্দ্যকরণ এই অধিবেশনটি বিভিন্ন ভাবে করা যায়।

কর্মী আগে থেকে লেখা নিয়ম নীতি সম্বলিত একটি পোষ্টারের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারেন। আলোচনা থেকে তাদের প্রত্যাশা এবং 'মুড মিটার' কক্ষের এমন স্থানে লাগান যেন প্রশিক্ষণার্থীরা সহজে দেখতে পায়।

৩.৩ আলোচনা-১

বাল্যবিবাহ

আলোচনার বিষয় সম্পর্কিত ধারণা:
কেস স্টাডি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাল্যবিয়ের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে উপলব্ধি করবে। বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে তাদের করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবে। বাল্যবিয়ে সম্পর্কিত আইন ও শাস্তির বিধান সম্পর্কে জানবে

কর্মীর প্রস্তুতি:
অংশগ্রহণকারীদের ধরণ এবং আলোচনার জন্য কতোটা সময় পাওয়া যাবে সেই বিষয়গুলো বিবেচনা করে আলোচনা পরিচালনা করতে হবে। কর্মীকে সহায়িকার ১ম ও ২য় অধ্যায়ের বিষয়গুলো আত্মস্থ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই ধারণাগুলো প্রয়োগে সচেতন থাকতে হবে। বাল্যবিবাহ আইন ও শাস্তির বিধানগুলো নিজে ঠিকমতো জেনে নিন। আলোচনার সময় সেগুলোকে সহজভাবে বলার প্রস্তুতি রাখুন।

উদ্দেশ্য:
আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা-
বাল্যবিবাহ কী, বাল্যবিবাহের কুফল, কারণ ও প্রতিরোধের উপায় বর্ননা করতে পারবেন;

বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আইন ও শাস্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

বাল্যবিবাহ রোধে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারবে।

সময়: ৪৫ মিনিট কিংবা ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট।

উপকরণ: কেস-স্টাডি, হ্যান্ডআউট।

পদ্ধতি: কেস-স্টাডি বিশ্লেষণ, উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর, দলীয় আলোচনা ।

আলোচনা পরিচালনার ধাপসমুহ:

১. যেভাবে শুরু করবেন: (সময় ২ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় বসুন। আলোচনা সভায় আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিন। যারা দেরীতে এসেছে বা এখনো আসেনি তাদের বিষয়ে খোঁজ নিন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন এই আলোচনা সভায় আমরা বাল্যবিবাহের কুফল, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপায়, বাল্যবিবাহ আইন ও শাস্তি সম্পর্কে জানব। এই বিষয়গুলো জানা আমাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভূমিকা রাখতে পারবো। কেবলমাত্র বিষয়বস্তু পরিষ্কার ধারণা থাকলেই আমরা করণীয় নির্ধারণ করতে পারি।

২. কেস স্টাডি বিশ্লেষণ: (সময় ১০ মিনিট)- এবার আপনাদের একটি গল্প শোনাতে চাই। এরপর 'ইসরাতের জীবনের গল্প' কেস স্টাডিটি পড়ে শোনান। কেস স্টাডিতে উল্লেখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

৩. বাল্যবিবাহের কারণ, ক্ষতিকর দিক, আইন ও শাস্তি (সময় ১০ মিনিট)- প্রশ্নোত্তর, দলীয় আলোচনা এবার প্রশ্ন করুন বাল্যবিবাহের কারণ, বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক, বাল্যবিবাহ আইন ও শাস্তি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করুন। তাদের মতামতগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। হ্যান্ডআউটের সহায়তায় আলোচনার মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিশ্লেষণমুখী সচেতনতা আইনের সহায়তা ও শাস্তির বিষয়গুলি তুলে ধরুন ।

৪.বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয়: (সময় ১০ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তারা কী করবে? তাদের মতামতগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই সব মতামতের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করুন। এবার হ্যান্ড আউটের সহায়তায় বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে তাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করুন।

৫.অভিজ্ঞতা বিনিময়: (সময় ১০ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের কাছে বাল্যবিবাহ বিষয়ে কোন ঘটনার কথা মনে পড়ছে কিনা জানতে চান। এই পর্যায়ে তারা অনেকেই তাদের অভিজ্ঞতা বা ঘটনা সর্ম্পকে বলতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২/৩ জনকে বলার সুযোগ দিন। ঘটনাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং তাদের বলতে উৎসাহিত করুন।

৬. আলোচনার সারসংক্ষেপ (সময় ৫ মিনিট)- নিচের মূল কথাগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন। ২/৩ জন অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ফিডব্যাক নিন। কেউ কোন বিষয়ে জানতে চাইলে বুঝিয়ে বলুন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী আলোচনার দিন, তারিখ ও সময় জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

আলোচনার মূল বার্তা

- বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়।
- বাল্যবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ এবং এর জন্য আইনে শাস্তির বিধান আছে।
- বাল্যবিবাহ রোধে মেয়ে শিশুদেরও ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমাজে সকলের একসাথে কাজ করা প্রয়োজন।

ইসরাতের জীবনের গল্প

ইসরাতের বয়স ১৬ বছর। সে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। অশে পাশের গ্রামে কোন হাই স্কুল না থাকায় তার লেখাপড়া আর এগোয় নি। মেধাবী ইসরাত বাড়িতে তার ছোট ভাই-বোনদের দেখা-শোনা আর গৃহস্থালি কাজে মাকে সাহায্য করে। তখন তার অনেক বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। ইসরাতের বাবার চিন্তা যে মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে কাজেই তাকে আর রাখা যাবে না। ইসরাতের মা বলে 'মেয়েতো ছোট সে লেখাপড়া করতে চায়!' ইসরাতের বাবা তার কথার গুরুত্ব দেয় না। ইসরাতের কাছেও কোন মতামত নেয় না। রংপুরের এক কোল্ড স্টোরেজ সুপারভাইজার মান্নানের সাথে ইসরাতের বিয়ে হয়ে যায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ইসরাত গর্ভবতী হয়। তার হাতে পায়ে পানি আসে, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। কিছুদির পর ইসরাত রংপুরের একটি ক্লিনিকে সন্তান জন্ম দেয়। সন্তানটি কম ওজন এবং খুব চিকন হয়। ইদানিং ইসরাত প্রায়ই অসুস্থ থাকে। অসুস্থ্যতার জন্য সংসারে সকল কাজ ঠিকভাবে করতে পারে না। ইসরাত বাবার বাড়িতে আসলে স্বামী তেমন খোজ খবর নেয় না। ইসরাত বারবার মোবাইলে ফোন করে। ইসরাত অনেক চিন্তার মধ্যে থাকে, স্বামী যদি আরেকটি বিয়ে করে বা তাকে তালাক দেয়। বাচ্চাটি নিয়ে ইসরাত কোথায় কতদিন থাকবে! কীভাবে তার জীবনটা কাটবে?

আলোচনা জন্য প্রশ্ন

- কত বছর বয়সে ইসরাতের বিয়ে হয়েছে? বিয়েতে ইসরাতের মতামত, ইচ্ছা কতোটা গুরুত্ব পেয়েছে?
- বিবাহের পর ইসরাতের জীবনে কী ঘটে?
- ইসরাতের এই পরিণতির জন্য দায়ী কে?
- বর্তমানে ইসরাত কী ধরনের সমস্যায় পড়ছে?
- ইসরাতের মতো এমন সমস্যা যেন আর কারো না হয় সেক্ষত্রে করণীয় কী ?

কর্মীর জন্য সহায়ক পরামর্শ: আইনের বিশেষ বিধানের একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। এটির অপপ্রয়োগ বা ভুল ব্যাখ্যা সম্পর্কে সচেতন থাকুন। বাল্যবিবাহের সাথে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো এবং লেখাপড়া অব্যাহত রাখার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ কী?

বিবাহের ক্ষেত্রে 'অপ্রাপ্ত বয়স্ক' অর্থ ২১ (একুশ) বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো পুরুষ এবং ১৮ (আঠারো) বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো নারী। যে বিবাহে কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেটি বাল্যবিবাহ।

বাল্যবিবাহের কারণঃ

- সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার;
- মেয়েদের বোঝা মনে করা;
- বিয়ের বয়সসীমা নিয়ে আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং আইনের প্রয়োগ না থাকা;
- সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি;
- মেয়েদের সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ধারণা;
- মেয়েদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যৌতুকের পরিমাণ বাড়ার প্রবণতা;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ কম;
- বয়ঃসন্ধির দ্বন্দ্ব এবং কিশোর- কিশোরীর জীবন দক্ষতার অভাব;
- মোবাইল ফোনে যোগাযোগ, হুট করে প্রেম এবং বিয়ে করার প্রবণতা;
- বাবা-মা, অভিভাবকদের দায় থেকে মুক্তি নেবার প্রবণতা এবং শখ-আহ্লাদ;
- সামাজিক প্রতিরোধের অভাব।

বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকসমূহঃ

- মেয়েদের স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি বাধাগ্রস্থ হয়;
- মেয়ে শিশুরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়;
- মেয়েদের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়, নতুন পরিবেশ এবং সংসারের দায়িত্ব নিতে কষ্ট হয়;
- যৌন মিলনের ভীতি তৈরি হয় এবং গর্ভধারণ ও প্রসবে জটিলতা দেখা দিতে পারে;
- মৃত সন্তান হয়, জন্মের সময় শিশু মারা যেতে পারে বা শিশুর জন্মকালীন ওজন কম থাকে;
- শিশু অপুষ্টি এবং মেয়েলী অসুখ এবং জটিলতা নানা রকমের স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে;
- কিশোরী মা সঠিকভাবে শিশু পালন করতে পারে না;
- সন্তান প্রসবের সময় মা বা সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হতে পারে;
- তালাক হয়ে যেতে পারে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর কতিপয় বিধি ও শাস্তির বিধান

বাল্যবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের শাস্তি

- আদালত, স্ব-উদ্যোগে বা কোন ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, যদি নিশ্চিত হন যে, কোন বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে অথবা বাল্যবিবাহ অত্যাসন্ন হলে আদালত সেই বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে।

- কোন ব্যক্তি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করলে অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

শাস্তির বিধানঃ

- প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে এবং অর্থ অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দন্ডিত হবেন।

- অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন ছেলে বা মেয়ে বাল্যবিবাহ করলে তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হবেন। পিতা-মাতা, অভিভাবক বা কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা দণ্ড প্রদান করা হলে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

- পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইয়া বাল্যবিবাহ কোন কাজ করিলে অথবা করার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করলে অথবা স্বীয় অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে সেটি একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

- কোন বিবাহ নিবন্ধক বা কাজী বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করলে সেটি অপরাধ এবং এই জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দন্ডিত এবং তার লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল হবে।

- মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ : আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

বিশেষ বিধান

এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়স্কের সর্বোত্তম স্বার্থে, আদালতের নির্দেশ এবং পিতা-মাতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতিক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে, বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন

- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি এবং এলাকার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কার্যাবলি নির্ধারণ করা।

- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উপজেলা, ইউনিয়ন সক্রিয় করা এবং সভার কার্যলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর নিয়মিত পাঠানো।

বাল্যবিবাহ বন্ধে কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির সাধারণ ক্ষমতা

- ইউএনও, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি কোন ব্যক্তির লিখিত বা মৌখিক আবেদন বা কোন মাধ্যমে বাল্যবিবাহের সংবাদ পেলে তিনি এটি বন্ধের উদ্যোগ নিবেন।

- বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এসএমসি, এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্যদের করণীয়:

- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক এসএমসি, ইডিসি পর্যায়ে এই কমিটি গঠন বা কয়েকজনকে এই ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া;
- এসএমসি, এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট কমিটির সকলের সদস্যের সচেতনতা ও উপলব্ধি গুরুত্বপূর্ণ;
- বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা;
- মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো এবং লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং একটি আনুষ্ঠানিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আইন ও শাস্তি সম্পর্কে প্রচারণা।

ইউপি ফোরামের সদস্যদের (ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিব) **করণীয়**

- এলকায় সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করা যেখানে অভিভাবকরা বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহিত হয়;
- ভূয়া জন্ম নিবন্ধন বন্ধ করা;
- রেজিস্টার্ড কাজী বা নিবন্ধক ছাড়া বিবাহ পড়ানো বেআইনী মর্মে প্রচারণা চালানো;
- কোন কাজী বা নিবন্ধক বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করলে সেটি একটি অপরাধ, তার শাস্তির বিধান এবং তার লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিলের বিধান সম্পর্কে প্রচারণা
- প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পিতা-মাতা, অভিভাবক বা অন্য কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করলে বা অবহেলায় এটি বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে সেটিও একটি অপরাধ। সেই সংক্রান্ত আইন ও শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটিগুলোকে সক্রিয় করা এবং সভায় কার্যলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর নিয়মিত পাঠানো।

স্কুলের শিক্ষকদের ভূমিকা

- বাল্যবিবাহের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ (যাদের বাল্যবিবাহ দেবার বেশী সম্ভাবনা) শিশুদের একটি তালিকা তৈরি;
- মা-বাবা, অবিভাবকের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করা;
- শিশুদের বিশেষত: মেয়ে শিশুদের আস্বস্ত করা যে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা যায়;
- বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আইন ও শাস্তি সম্পর্কে প্রচারণা;
- শিশু সুরক্ষা হটলাইনের তথ্য জানানো এবং ব্যবহার করা।

বাল্যবিবাহ রোধ পিতা-মাতা, অভিভাবকদের করণীয়:

- সন্তান জন্মের পর-পরই জন্ম নিবন্ধন করানো;
- বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে মা-বাবা অবিভাবক হিসাবে সচেতন হওয়া;
- মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো এবং লেখাপড়া অব্যাহত রাখা;
- মেয়ে শিশু সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য এবং গুজবে কান না দেয়া;
- পরিবারের বয়স্ক অভিভাবকদের বাল্য বিবাহের শখ-আহ্লাদ প্রতিরোধ করা;
- মেয়ে শিশুকে বোঝা মনে না করা এবং দায় থেকে মুক্তি নেবার প্রবণতা রোধ করা;
- পরিবারের আয় বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ ও সঞ্চয়ে অভ্যাস গড়ে তোলা;
- বাল্যবিবাহের সাথে সামাজিক খ্যাতি বা গ্রহণযোগ্যতার কোন সম্পর্ক নাই বরং গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়;
- বাল্যবিবাহ হতে যাচ্ছে দেখলে ওয়ার্ড কমিশনারের কার্যালয়ে জানানো হলে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাল্যবিবাহ রোধে কিশোরীদের ভূমিকা:

- কিশোরীদের লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার করা;
- বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে নিজেদের সঠিক তথ্য জানা;
- বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মা-বাবা, অভিভাবকদের সচেতন করা;
- কোন অভিভাবক বাল্যবিবাহের আয়োজন করলে সেটি শিক্ষককে জনানো;
- এমন কাউকে বের করা যিনি বাল্যবিবাহের বিপক্ষে অভিভাবকদের সাথে কথা বলবেন ;
- বাল্যবিবাহ দিলে তুমি 'কষ্ট' পাবে তা স্পষ্টভাবে জানানো ;
- 'না' বলার জন্য মনে দৃঢ়তা আনা ;
- বাল্যবিবাহ হচ্ছে জানলে তারা একসাথে সেই বান্ধবীর বাড়িতে যাওয়া, কমিশনারের কার্যালয়ে জানানো।

শিশুদের সুরক্ষায় হেল্পলাইন-১০৯৮

কোনো শিশু সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হলে শিশু নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি বিনামূল্যে ১০৯৮ হেল্পলাইনে ফোন করে সহায়তা চাইতে পারবেন। '১০৯৮' এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার লংঘন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সার্বক্ষণিক (২৪x৭) প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়।

৩.৪ আলোচনা-২

শিশু শ্রম

আলোচনার বিষয় সম্পর্কিত ধারণা:

কেস স্টাডি বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশু শ্রম ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে উপলব্ধি করবে। শিশু অধিকারের কয়েকটি দিক জানবে। শিশু শ্রমের সাথে শিক্ষা বিশেষত মেয়ে শিশুদের শিক্ষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করবেন। শিশু শ্রম প্রতিরোধে তাদের করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবে।

কর্মীর প্রস্তুতি:

কর্মী পূর্বেই ঠিক করবেন কোন কৌশলে এবং কতোটা বিস্তৃত আলোচনা করবেন। কর্মীকে সহায়িকার ১ম ও ২য় অধ্যায়ের বিষয়গুলো আত্মস্থ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই ধারণাগুলো প্রয়োগে সচেতন থাকতে হবে। শিশু অধিকারের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে আলোচনার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা আলোচিত উদাহরণ উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করে আলোচনা করুন।

উদ্দেশ্য:

আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

শিশু শ্রম কী, শিশুর সংজ্ঞা এবং বাংলাদেশে শিশু শ্রমের ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারবে;

অধিকার কী, কেন প্রয়োজন শিশু অধিকারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে;

শিশু শ্রমের কারণ এবং এর প্রভাব প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে;

শিশু শ্রম রোধে নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবে এবং প্রতিরোধে উদ্যোগী হবার জন্য করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবে।

সময়: ৪৫ মিনিট অথবা ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

উপকরণ: কেস-স্টাডি, ফ্লিপ-চার্ট

পদ্ধতি: কেস-স্টাডি বিশ্লেষণ, প্রশ্নোত্তর, দলীয় আলোচনা, উপস্থাপন।

আলোচনা পরিচালনার ধাপসমুহঃ

১. আলোচনার শুরু : (সময় ২ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় বসুন। এই সভায় আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিন। যারা দেরীতে এসেছে বা এখনো আসেনি তাদের বিষয়ে খোঁজ নিন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন আজ আমরা শিশু কারা, শিশু শ্রম কী, শিশু শ্রমের কারণ, শিশু শ্রমের প্রভাব, শিশু অধিকার সম্পর্কিত ধারণা, শিশু শ্রম প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারীদের করণীয় সম্পর্কে জানব। বলুন বিষয়বস্তু পরিষ্কার ধারণা থাকলে আমরা করণীয় নির্ধারণ করতে পারি।

২.শিশু শ্রম সম্পর্কিত ধারণায়ন (সময় ১৫ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করুন। জোড়াকে তাদের ধারণার উপর ভিত্তি করে শিশু শ্রমের সংজ্ঞা দিতে বলুন। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তাদের মতামত বা অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই অনুশীলনটি আপনাকে অংশগ্রহণকারীদের স্তর নির্ধারণে শিশুশ্রম এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বুঝতে সাহায্য করবে। শিশুর সংজ্ঞা, শিশু শ্রম কী আলোচনায়

৩. কেইস স্টাডি বিশ্লেষণঃ (সময় ১০ মিনিট)- এবার আপনাদের একটি গল্প শোনাতে চাই। এরপর 'তানিয়ার স্কুলে ফেরার গল্প কেইস স্টাডিটি পড়ে শোনান। কেইস স্টাডিতে উল্লেখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. অধিকার সম্পর্কিত আলোচনাঃ (সময় ১৫ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের তাদের ছোট বেলার কথা ভাবতে বলুন। তার জীবনের এমন কোন বিষয় মনে করতে বলুন যেখানে তাকে অধিকার দেয়া হয়নি। সে চেয়েছিলো কিন্তু সে পায়নি। তখন তার কেমন লেগেছিলো সেই অনুভূতি সম্পর্কে কয়েকজন আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন। অনুভূতির সূত্র ধরে আলোচনা করুন অধিকার কী? এরপর বলুন - 'অধিকার হচ্ছে মানুষের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার দাবী, যা নৈতিক বা আইনগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত'। হ্যান্ডআউটের সহায়তায় বাংলাদেশের প্রচলিত কয়েকটি আইন এবং হাইকোর্টের রায়ে শিশু অধিকার সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জানান।

৫. শিশু শ্রমের কারণ ও প্রভাবঃ (সময় ১৫ মিনিট)- প্রশ্নোত্তর, দলীয় আলোচনা এবার প্রশ্ন করুন শিশু শ্রমের কারণ, শিশু শ্রমের প্রভাব অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান। তাদের মতামতগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। হ্যান্ডআউটের সহায়তায় শিশু শ্রমের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন ।

৬.শিশু শ্রম সম্পর্কিত কতিপয় প্রচলিত ধারণা ও তার প্রকৃত ব্যাখ্যাঃ(সময় ১০ মিনিট)- শিশু শ্রম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলো কী তা অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান। সবাইকে মতামত প্রদানে উৎসাহিত করুন। তাদের মতামতের আলোকে এবং হ্যান্ডআউটের সহায়তায় অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করুন। বলুন শিশু শ্রম শিশুর ক্ষমতায়ন বা কাজ ও লেখাপড়া একসাথে চালানো যায় কিংবা শিশু শ্রম দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে এইসব ধারণা ভুল এবং শিশুদের কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে তা ব্যাখ্যা করুন।

৭. শিশু শ্রম প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারীদের করণীয়ঃ (সময় ১০ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের বলুন এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে মধ্যে শিশু শ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যে জনসাধারণের মাঝে শিশু শ্রম নিরসন সংক্রান্ত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তনের জন্য সরকার, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগগুলি তুলে ধরুন। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন শিশু শ্রম প্রতিরোধে তারা কী করবে? তাদের মতামতগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এবার হ্যান্ডআউটের সহায়তায় শিশু শ্রম প্রতিরোধে তাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করুন।

৮. অভিজ্ঞতা বিনিময় (সময় ১০ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের কাছে শিশু শ্রমের বিষয়ে কোন ঘটনার কথা মনে পড়ছে কিনা জানতে চান। এই পর্যায়ে তারা অনেকেই তাদের অভিজ্ঞতা বা ঘটনা সম্পর্কে বলতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২/৩ জনকে বলার সুযোগ দিন।

৯. আলোচনার সারসংক্ষেপ:(সময় ৫ মিনিট)- নিচের মূল কথাগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন। ২/৩ জন অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ফিডব্যাক নিন। কেউ কোন বিষয়ে জানতে চাইলে বুঝিয়ে বলুন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী অধিবেশনের দিন, তারিখ ও সময় জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

আলোচনার মূল বার্তা

- শিশু শ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন;
- প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া দরকার;
- কর্মজীবী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে মানসিক সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকা উচিত;
- সব শিশুর জন্য সামাজিক সুরক্ষাবলয় সৃষ্টি করা প্রয়োজন;
- স্থানীয় সরকার এবং প্রশাসন শিশু শ্রম নিরসনে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে;
- মেয়ে ও ছেলের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা আছে;
- একজন কিশোরীর বৈষম্য থেকে মুক্তি, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

কর্মীর জন্য সহায়ক পরামর্শ: মনে রাখবেন শিশু অধিকার এবং শিশু শ্রম নিয়ে অনেকে কিছুটা নমনীয় থাকতে পারেন। এ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা নিয়ে অনেকের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে পারে। কর্মী হিসেবে সেই বিষয়ে আপনার সতর্ক থাকতে হবে। আপনার ভূমিকা বিজ্ঞানসম্মত তথ্য তুলে ধরা। আপনার ভূমিকা অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ তুলে ধরা। এই আলোচনায় বিচারকের ভূমিকায় না যাওয়া আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখবেন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

তানিয়ার স্কুলে ফেরার গল্প

তানিয়ার, বয়স-১১ বৎসর, সে গুটিয়া মহিষমারী গ্রামে বাস করে। তানিয়ার বাবা পেশায় একজন দিন মজুর। তার মা-বাবা লেখা-পড়ার সুযোগ পায়নি। ২ ভাই ২ বোনের মধ্যে তানিয়া সবচেয়ে বড়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলো। দিন মজুর বাবার পক্ষে পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য। খরচ মেটাতে স্বামীর পাশাপাশি তানিয়ার মা মাটি কাটার কাজ করেন। তানিয়া মাঝে মাঝেই গ্রামের মধ্যেই কোন না কোন বাড়িতে মরিচ, ভুট্টা, বাদাম তোলা ইত্যাদি কাজ করে। উপার্জিত টাকা তার বাবার হাতে তুলে দেয়। তার মা-বাবা মনে করতেন তানিয়া আর কিছুটা বড় হলে একটা ভালো পাত্র পেলে বিয়ে দিয়ে দিবেন। তানিয়া সমবয়সী শিশুদের সাথে স্কুলে যেতে না পেরে মনে কষ্ট পেলেও তার কোন উপায় ছিলো না। একটি উন্নয়ন সংস্থা তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে গুটিয়া মহিষমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করে। অনিয়মিত শিশুর তালিকায় তানিয়ার নাম পাওয়া যায়। বাড়ি পরিদর্শন করতে জানতে পারেন তানিয়া দীর্ঘ দিন ধরে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করেছে। সংস্থাটির কর্মীরা শিশু শ্রমের ক্ষতিকর দিক এবং শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তানিয়াকে তাঁর মা-বাবা প্রায় ২ বছর পর স্কুলে ভর্তি করেন। স্কুলের নাসরিন আপার আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালবাসায় লেখাপড়ার প্রতি অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সে চতুর্থ শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় সকল বিষয়ে এ+ পেয়েছে। স্কুলের এসএমসি কমিটির সভাপতি কমিটিতে আলোচনা করে তানিয়ার জন্য সামান্য হলেও একটি বৃত্তির অনুমোদন দিয়েছে।

আলোচনার জন্য প্রশ্ন

- তানিয়াকে কেন লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়েছিলো?
- তানিয়াকে নিয়ে তানিয়ার বাবা-মার কী পরিকল্পনা ছিলো?
- কীভাবে তানিয়া আবার স্কুলে ফিরলো?
- স্কুলে না ফিরতে পারলে তানিয়ার জীবনে আরো কী ধরনের প্রভাব পড়তো ?

শিশু শ্রম

হ্যান্ডআউট-৩.৪

শিশু শ্রম কী

সাধারণত মৌলিক অধিকার বঞ্চিত শিশুরা যখন বেঁচে থাকার তাগিদে কোনো কর্মে নিযুক্ত হয় তখন তাকে শিশু শ্রম বলা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও জাতিসংঘ শিশু সনদে বলা হয়েছে- 'যখন কোনো শ্রম বা কর্মপরিবেশ শিশুর স্বাস্থ্য বা শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায় তখন তা শিশু শ্রম হিসেবে বিবেচিত হবে।' শিশু শ্রম শৈশব, সম্ভাবনা এবং মর্যাদা বঞ্চিত করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে ৫-১৪ বছর বয়সী শিশু বেতন বা বিনা বেতনে প্রতি সপ্তাহে এক বা একাধিক ঘন্টা কাজ করে, তারা শিশু শ্রমিক।

শিশুর সংজ্ঞা:

জাতিসংঘের শিশু সনদ এবং শিশু আইন- ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলকেই শিশু। জাতীয় শিশু নীতিতে-২০১১ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সীরা শিশু। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫% শিশু। সংবিধিবদ্ধ আইনের ধারা অনুযায়ী ১৭ বছরের কম বয়সীরা শিশু। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন অইন ২০০০ অনুযায়ী শিশু অর্থ অনধিক ১৬ বছর বয়সের কোন ব্যক্তি। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এ 'শিশু' অর্থ ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেনি, এমন কোনো ব্যক্তি। তাই বাংলাদেশে শিশুর সংজ্ঞা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা যায়।

বাংলাদেশে শিশু শ্রমের ধরন

বাংলাদেশের অনেক শিশুই দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হচ্ছে। এক জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশে ৩২ লক্ষ শিশু শ্রমিক রয়েছে, যার মধ্যে ১৩ লক্ষ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত । বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৫-১৪ বছর বয়সী মোট শিশু জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ, ছেলে শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার ২১.৯ শতাংশ এবং মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে তা ১৬.১ শতাংশ। অর্থনীতির খাত অনুযায়ী শিশু শ্রম বণ্টনের চিত্র হচ্ছে: কৃষি ৩৫ শতাংশ, শিল্প ৮ শতাংশ, পরিবহন ২ শতাংশ, অন্যান্য সেবা ১০ শতাংশ এবং গার্হস্থ্যকর্ম ১৫ শতাংশ। গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত শিশুদের সম্পর্কে তথ্য সহজলভ্য নয়। গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত এমন শিশুদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই মেয়ে। বাংলাদেশের আনুমানিক ২০ শতাংশ পরিবারে ৫-১৪ বছরের কর্মজীবী শিশু রয়েছে। এই সংখ্যা শহুরে পরিবারগুলির জন্য ১৭ শতাংশ এবং গ্রামীণ পরিবারের জন্য ২৩ শতাংশ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও ইউনিসেফ পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০১ ধরণের অর্থনৈতিক কাজ-কর্মে শিশুরা শ্রম দিচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে কুলি, হকার, রিকশা চালক, ফুলবিক্রেতা, আবর্জনা সংগ্রাহক, ইট-পাথর ভাঙ্গা, হোটেল বয়, বুননকর্মী, মাদক বাহক, বিড়ি শ্রমিক ও কলকারখানার শ্রমিক ইত্যাদি।

শিশু শ্রমের কারণ

বাংলাদেশে শিশু শ্রমের দু'টি কারণকে প্রধান হিসাবে বিবেচনা করা যায়:

১)বাংলাদেশে অনেক শিশুই দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। শিশুরা পরিবারে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কর্মে নিযুক্ত হয়। প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই এর কারণ।

২)শিশুদের তুলনামূলকভাবে অনেক কম মজুরি দিয়ে কাজ করানো যায়। এই জন্য নিয়োগকারীরা শিশুদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লাগায় এবং বেশি করে খাটায়। এছাড়াও কারণগুলো হলো:

- শিক্ষা বঞ্চিত অনেক পরিবারের শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অসচেতনতা;
- ভৌগোলিকভাবে প্রান্তিক এলাকাগুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা;
- কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সহায়ক শ্রমশক্তি হিসাবে শিশুদের অংশগ্রহণ করানো;
- সার্বিকভাবে অধিকার এবং শিশু অধিকার সম্পর্কে নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি;
- অসম শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা;

- অনেক পরিবারের জন্য শিক্ষা উপকরণ, ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য আইটেমগুলির ব্যয় বহন কষ্টকর;
- পারিবারিক অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে গ্রাম থেকে শহরতলী বা শহরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়;
- বাল্যবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাওয়া;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধিও শিশু শ্রমের অন্যতম কারণ।

শিশু শ্রমের প্রভাব

শিশু শ্রম একটি শোষণ যা সারা বিশ্বের বিশাল সংখ্যক শিশুকে প্রভাবিত করে। এর প্রভাব বহুমাত্রিক ও মারাত্মক। ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের শৈশব চুরিই নয়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। শিশু শ্রম শিশুদের জীবনের একটি অমানবিক অধ্যায়। শিশু শ্রমের কারণে শিশুদের স্বাভাবিক মেধার কোনো বিকাশ ঘটে না। ফলে শিশুরা অন্ধকারে থেকে যায়। নিম্নে শিশু শ্রমের কয়েকটি নেতিবাচক প্রভাব আলোচনা করা হলো-

- শিশু শ্রম শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তারা পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।
- শিশু শ্রমিকদের অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কাজ করতে হয়, জীবনে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।
- কর্মক্ষম শিশুদের স্বাস্থ্যের ও মানসিক স্তরে, তারা নেতিবাচক অবস্থায় পড়ে, অনেক সময় তারা নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রতিশোধমূলক ও অপরাধ প্রবণ মনোভাবের দিকে ধাবিত হয়
- শেষ পর্যন্ত, এটি মাঝারি-দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়, সামাজিক অভিযোজন এবং ট্রমাজনিত সমস্যা হয়। অনেক সময় তারা বিভিন্ন ধরনের মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে।
- শিশু শ্রম দেশের স্বাক্ষরতার হারকে কমিয়ে দেয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঢাকা শহরের ৭০ শতাংশ শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ে যায় না এবং ৫০ শতাংশ কখনো যায়নি। শিশুরা কাজ করার ফলে স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস হারিয়ে ফেলে। এভাবে শিশু শ্রমের সাথে শিশু শিক্ষার একটি বিপরীতমুখী অবস্থা সৃষ্টি হয়।
- শিশু শ্রম জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। মালিক শ্রেণির লোকেরা শিশুদের কম মজুরীতে ব্যবহার করে। এর ফলে আয়ের সম বণ্টন হয় না।

শিশু অধিকার সম্পর্কিত ধারণা- সিআরসি: বাংলাদেশের প্রচলিত কয়েকটি আইন এবং হাইকোর্টের রায়ে শিশু অধিকার সম্পর্কিত নিচের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

- **শিশুর বয়স:** ১৮ বছর পর্যন্ত একটি মানব সন্তান শিশু।
- **শিক্ষা:** ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী সকল শিশুর স্কুলে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাবা মা শিশুকে স্কুলে পাঠাবেন এবং রাষ্ট্র তার শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, কঠোরতা, তিরস্কারসহ সকল প্রকার অবাঞ্ছিত আচরণ বেআইনী। অর্থাৎ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তির নামে কোন নির্যাতন করা যাবে না।
- **বিয়ের বয়স:** ১৮ বছরের নীচে কোন মেয়ে এবং ২১ বছরের নীচে কোন ছেলে বিয়ে করতে পারে না।
- **শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা:** শিশুদের শারীরিক ও মানসিক পীড়ন-নির্যাতন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- **শিশু শ্রম:** ঝুঁকিপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী কাজে শিশুদের (১৪ বছর পূর্ণ করে নাই) নিয়োগ করা যাবে না।
- **গৃহ কর্ম:** ১২ বছরের নীচে কোন শিশুকে গৃহকর্মে নিয়োগ দেয়া যাবে না।
- **শিশুর বিচার:** শিশুর অপরাধের বিচার আলাদা 'জুভেনাইল কোর্টে' করতে হবে। কোন ভাবেই বয়স্ক অপরাধী দের সাথে তাদের বিচার করা যাবে না। তাদের জেলখানায় না পাঠিয়ে সংশোধনালয়ে পাঠাতে হবে।

শিশু শ্রম সম্পর্কিত কতিপয় প্রচলিত ধারণা ও তার প্রকৃত ব্যাখ্যা

শিশু শ্রম সম্পর্কিত কতিপয় প্রচলিত ধারণা	সঠিক তথ্য ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা
শিশু শ্রমে নিয়োজিত শিশুর ক্ষমতায়ন	আপাতদৃষ্টিতে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর আয়কে তার ক্ষমতার উৎস মনে করা হলেও বাস্তবে তাঁদের আয়কৃত অর্থের প্রায় পুরোটাই বাবা-মায়ের হাতে চলে যায়। শিশুটি কাজ করবে না পড়বে এ বিষয়ে মূলত: বাবা মা অথবা অভিভাবক-ই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অভিভাবকরা মৌসুম ভিত্তিক সহযোগিতামূলক কৃষি কাজে শিশুদের প্রাপ্য মজুরী দেয় না। তাই কাজের মাধ্যমে শিশুদের ক্ষমতায়নের যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়।
কাজ ও লেখাপড়া একসাথে চালানো যায়	সম্ভব নয়। যে শিশুটি শ্রমে নিযুক্ত, কাজ করার কারণে শারীরিক ও মানসিক দুই ভাবেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফলে তার পক্ষে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়া আর সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু-কিশোর স্কুলে যায়। তার মধ্যে মাত্র ২৪ লক্ষ শিশু-কিশোর কাজ ও লেখাপড়া দুটোই পাশাপাশি চালাতে পারছে।
শিশু শ্রম দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে	সাধারণত: ১৮ বছর বয়সে একজন ব্যক্তি কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। কিন্তু তার আগেই যারা শ্রমে নিযুক্ত হয়-তাঁদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদে কোনো কাজে আসে না। এছাড়া মুটে, ইট বহন/ভাঙ্গা, মাঠে কৃষি কাজে সহায়তা, গৃহস্থালী কাজ এবং ছোট ভাই-বোনদের লালন-পালন ইত্যাদি কাজ থেকে একটি শিশুর পক্ষে এমন কোন দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয় যা দীর্ঘমেয়াদে তাকে দক্ষ শ্রমিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে।

শিশু শ্রম প্রতিরোধে সরকারি পদক্ষেপ

১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট জাতিসংঘের শিশু সনদে সমর্থনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশু শ্রম প্রতিরোধে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর। সরকার শিশু শ্রম প্রতিরোধে বেশ কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে। এগুলো হলো-

- শিশু শ্রম নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১০ সালে 'জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালা' প্রণয়ন;
- শিশু শ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- শিশুর জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করেছে;
- মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে;
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে;
- উপবৃত্তি কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

শিশু শ্রম প্রতিরোধ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শিশু শ্রম মুক্ত বাংলাদেশ

এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে মধ্যে শিশু শ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যে জনসাধারণের মাঝে শিশু শ্রম নিরসন সংক্রান্ত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তনের জন্য সরকারি, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

আনন্দলোক ট্রাস্টের সেকেন্ডারি স্কুল এনরোলমেন্ট অব গার্লস প্রকল্পে শিশু শ্রম প্রতিরোধে বিভিন্ন স্তরে করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো:

জেলা সমন্বয়কারী এবং এডুকেশন সাপোর্ট অর্গানাইজারদের (ইএসও) করণীয়:

- উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনের স্কুল পরিদর্শনের সময় শিশু শ্রম যে শিখন ব্যহত করে সেই বাস্তবতা তুলে ধরা;
- জন প্রতিনিধিদের (সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান) স্কুল পরিদর্শন করানো;
- বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় শিশু শ্রম প্রতিরোধে আনন্দলোক ট্রাস্টের কার্যক্রমের প্রচারণা;
- জেলা ও উপজেলার মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করা ও শিশু শ্রম সংক্রান্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা;
- বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয় ও যৌথ উদ্যোগে ১২ জুন বিশ্ব শিশু শ্রম দিবস পালন এবং দিবসটিকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পেইনের পরিকল্পনা করা;
- স্কুল পর্যায়ে কার্যকরী এসএমসি, ইডিসি, অভিভাবক সমাবেশ, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মধ্যে শিশু শ্রম প্রতিরোধ এবং শিশু শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ;
- 'জেলা শিশু শ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি' ও উপজেলা শিশু শ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি শিশু শ্রম নিরসনে কাজ করছে, কমিটি গুলিকে আরো সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনে ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ইউপি ফোরামের সদস্যদের (ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিব) করণীয়

- নিজেদের এলাকায় সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করা যাতে
- দারিদ্র, নদী ভাঙ্গন, পারিবারিক ভাঙ্গন, পাচার ইত্যাদি কারণে শিশুরা যাতে গ্রাম ছেড়ে শহরে না চলে যায় সে জন্য গ্রাম পর্যায়েই মৌলিক চাহিদা পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেমন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প;
- তাদের পরিবারের সক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান/বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে নিরাপদে রাখা, কর্মঘন্টা, মজুরিসহ সকল ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকর্তা ও মালিক পক্ষের মধ্যে সমঝোতা;

এসএমসি, এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্যদের করণীয়:

- শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শ্রমে নিয়োজিত হতে পারে এমন শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাক প্রাথমিক/প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান;
- শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের নমনীয় সময় ও কর্মঘন্টা নির্ধারণের জন্য নিয়োগকর্তা/মালিক পক্ষের সাথে আলোচনা ও উদ্বুদ্ধকরণ;
- 'শিশুর শিক্ষা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করি, শিশু শ্রম বন্ধ করি'(২০২৩ সালের বিশ্ব শিশু শ্রম দিবসের প্রতিপাদ্য));

পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের করণীয়

- শিশুদের শ্রম হতে বিরত রাখা, কর্মরত শিশুদের জীবনের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করা;
- পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;

শিক্ষকদের করণীয়

- শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালবাসায় লেখাপড়ার প্রতি অধিক আগ্রহ সৃষ্টি করা;
- পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সাথে শিশু শ্রমের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে আলোচনা;
- শিশু অধিকার সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করা;
- কর্মজীবী শিশুদের জন্য মানসিক সহযোগিতার বিষয়ে সচেতন থাকা ও সংবেদশীলতার সাথে বিবেচনা করা;

৩.৫ আলোচনা-৩

উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি

আলোচনার বিষয় সম্পর্কিত ধারণা:
অংশগ্রহণকারীরা কয়েকটি ছবি দেখবে এবং ছোট দলে আলোচনার পরে বড় দলে উপস্থাপন করবে। উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানির বিষয়ে জানবে। এলাকা, রাস্তা-ঘাট বা যানবাহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করবে। উত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানির সাথে শিক্ষা ও বাল্যবিবাহের সম্পর্ক বিশেষত: মেয়ে শিশুদের জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করবে।

কর্মীর প্রস্তুতি:
অনেক ক্ষেত্রে এটি একটি সংবেদনশীল বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। এই বিষয় নিয়ে পরিবার ও সমাজে নিরবতার সংস্কৃতি বিদ্যমান। কার্যকর সহায়তার জন্য এলাকার প্রেক্ষাপট এবং এলাকা, রাস্তা-ঘাট বা যানবাহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকলে সুবিধা হবে। নেতৃত্ব দিতে হলে সেটি পূর্বেই ঠিক করুন এবং প্রস্তুতি নিন।

উদ্দেশ্য:
আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

উত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানির ধারণা ও বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে;

এলাকা, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলোর স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবে;

উত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানির সাথে বাল্য বিবাহ ও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে;

উত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সময়: ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট পেপার, ৩ টি ভিন্ন বং এর মার্কার বা স্কেচ পেন, বোর্ড, মার্কার, পেপার কাটিং।

পদ্ধতি: ছবি বিশ্লেষণ, উপস্থাপন, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, দলীয় আলোচনা।

আলোচনা পরিচালনার ধাপসমূহ:

১. আলোচনার শুরু : (সময় ২ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় বসুন। এই সভায় আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিন। যারা দেরীতে এসেছে বা এখনো আসেনি তাদের বিষয়ে খোঁজ নিন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন এই আলোচনা সভায় উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি, এলাকা, রাস্তা-ঘাট বা যানবাহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলোর স্বরূপ, কারণ, এর সাথে শিক্ষা ও বাল্য বিবাহের সম্পর্ক, যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের মখোমুখি হলে করনীয়, প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারীদের করণীয় সম্পর্কে জানব। কেবলমাত্র বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলেই আমরা করণীয় নির্ধারণ করতে পারি।

২. ছবি বিশ্লেষণ: (সময় ১০ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছবিগুলো বিতরন করুন। অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান ছবিতে তারা কী দেখতে পাচ্ছে। তাদের মতামতগুলো সূত্র ধরে উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান। অংশগ্রহণকারীদের বলুন এই বিষয় নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি মোটামুটি একটি সাধারণ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে নিম্নের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

- মেয়েদের কি ছেলেদের মত চলাফেরার স্বাধীনতা আছে?
- সাধারণ জায়গায় যাওয়ার সময় মেয়ে এবং ছেলেদের সুযোগ কতোটা?
- পরিপূর্ণ নাগরিক হবার ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুদের অভাব এবং কম সুযোগ কীভাবে প্রভাব ফেলে?
- মেয়েরা যখন বড় হয় তখন কি তার জন্য এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়? যখন ছেলেরা বড় হয় তখন কি তার ক্ষেত্রে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়?

৩.এলাকা, রাস্তা-ঘাট বা যানবাহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলোর স্বরূপ: (সময় ১০ মিনিট)- সম্পর্কে ধারণা কী তা অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান। সবাইকে মতামত প্রদানে উৎসাহিত করুন। তাদের মতামতের আলোকে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করুন। এলাকা ভিত্তিক বিষয়গুলিতে কিছুটা ভিন্নতা থাকতে পারে।

৪.উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং বা যৌন হয়রানির কারণ: (সময় ১০ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান এবং সবাইকে মতামত প্রদানে উৎসাহিত করুন। তাদের মতামতগুলো শুনুন। লক্ষ্য রাখুন সমাজে মেয়ে শিশু ও নারীর অধঃস্তন বা হীন অবস্থান বা কম মর্যাদা, বৈষম্য, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, মেয়ে শিশুর অধিকারহীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো আসছে কী না? হ্যাঁ হলে কর্মী হিসাবে এই আলোচনায় আপনাকে সেই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে।

৫. উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানির সাথে শিক্ষা ও বাল্য বিবাহের সম্পর্ক: (সময় ১০ মিনিট)- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান এবং সবাইকে মতামত প্রদানে উৎসাহিত করুন। তাদের মতামতগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এরপর তাদের মতামতগুলির সাথে মিলিয়ে হ্যান্ডআউটের সহায়তায় উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং বা যৌন হয়রানির কারণে কেন অনেক মেয়ে শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এমনকি শিশু বাল্যবিবাহের শিকার হয় এবং শিক্ষা সহ ভবিষ্যৎ জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সেই বিষয়গুলি আলোচনা করুন।

৬. আলোচনার সারসংক্ষেপ: (সময় ৫ মিনিট)- নিচের মূল বার্তাগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন। ২/৩ জন অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ফিডব্যাক নিন। কেউ কোন বিষয়ে জানতে চাইলে বুঝিয়ে বলুন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী আলোচনার দিন, তারিখ ও সময় জানিয়ে শেষ করুন।

আলোচনার মূল বার্তাসমূহ

- উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি কোন সাধারন বা গোপনীয় বিষয় নয়, এটি একটি অপরাধ;
- উত্যক্তকরণ বা যৌন হয়রানির কারণ হিসাবে বেশীরভাগ সময়ে মেয়ে শিশুকে দায়ী করা হয় যা ভুল ও অন্যায়
- আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ মনে করা করা হয় সেগুলো সম্পর্কে কিশোরীদের সচেতন থাকার জন্য কাউন্সেলিং;
- উত্যক্তকরণ, বুলিং বা যৌন হয়রানির কারণে অনেক মেয়ে শিশু বাল্য বিবাহের শিকার হয়;
- মেয়ে শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, এবং শিক্ষা সহ ভবিষ্যৎ জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে;
- উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানির শিকার হলে চুপ থাকা যাবে না, প্রয়োজনে থানাকে জানাতে হবে;
- লজ্জা যৌন হয়রানির শিকার মেয়েটির নয়, লজ্জা হয়রানিকারীর।
- সচেতনতা সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সম্ভব।

কর্মীর জন্য সহায়ক পরামর্শ: মনে রাখবেন এই আলোচনাটি সংবেদনশীল। বিশেষত উত্ত্যক্তকরণ ও বুলিং নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রচলিত ধারণা থাকতে পারে। অনেকে এটিকে সাধারণ ইয়ারকি- ফাজলামির মতো মনে করতে পারে। অনেকেই মেয়ে শিশুকেই এর জন্য দায়ী করতে পারে। কর্মী হিসেবে সেই বিষয়ে আপনার সতর্ক থাকতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের বলুন জন্ম থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত নারী এবং পুরুষের প্রতি পরিবার ও সমাজের বৈষম্য দেখা যায়। এই আলোচনায় দৈনন্দিন জীবনে মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুর মধ্যে বৈষম্যের দিকগুলিকে সম্পর্কিত করে তুলে ধরতে পারলে আলোচনাটি যথেষ্ট কার্যকর বলে বিবেচিত হবে। সমাজে পুরুষতন্ত্রের প্রায়োগিক উদাহরণ হলো উত্ত্যক্তকরণ ও বুলিং এবং যৌন হয়রানী। এর ফলে অনেক মেয়ে শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এমনকি শিশু বাল্যবিবাহের শিকার হয় সেই বিষয়টিকে তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ।

উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং এবং যৌন হয়রানি সম্পর্কিত কয়েকটি ছবি

উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি

হ্যান্ডআউট-৩.৫

উত্ত্যক্তকরণ

নারী উত্ত্যক্তকরণ প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথেঘাটে উত্ত্যক্ত করা পুরুষ দ্বারা নারীনিগ্রহ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি পরিভাষায় ইভ টিজিং বলা হয়। 'ইভ' দিয়ে আদিমাতা বাইবেলের ইভ (Eve) বা পবিত্র কোরআনের 'হাওয়া' অর্থে সমগ্র নারীজাতিকে বোঝানো হয়। এটি এমন একটি কাব্যিক শব্দ যা মূলত অপরাধের গভীরতাকে লঘু করে। বর্তমানে সমাজে 'ইভ টিজিং' শব্দটিকে 'যৌন হয়রানি'(Sexual Harassment) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 'Oxford Dictionary'-তে 'ইভ টিজিং' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'Harassment of,or sexually aggressive behavior toward women or girls. উন্নয়ন কর্মীদের 'ইভ টিজিং' শব্দটি পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। একসময় সমাজের বখে যাওয়া একটি ক্ষুদ্র অংশ নারী উত্ত্যক্তকরণের সাথে জড়িত থাকলেও এখন উঠতি বয়সী তরুণ, কিশোর যুবকরা তো আছেই, অনেক মধ্যবয়সীরাও এর সাথে জড়িত থাকে। কুৎসিত ইঙ্গিত ও মন্তব্য, চোখ টিপ মারা, শিস দেওয়া, হাত ধরে টান দেওয়া, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইচ্ছা করে ধাক্কা দেওয়া ইত্যাদি সাধারণভাবে উত্ত্যক্তকরণের ধরন বলে বিবেচিত হয়।

বুলিং এর ধারণা

বুলিং এর অর্থ হচ্ছে, কাউকে শারীরিক বা মানসিকভাবে অপদস্থ করা। বুলিং মূলত সচেতন বা অবচেতনভাবে একধরনের আক্রমণাত্মক আচরণ, ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে অপমান, অপদস্থ বা হেয় করা। ইংরেজি ভাষায় 'বুলিং' বলতে কাউকে মানসিকভাবে আঘাত করার উদ্দেশ্যে বারবার বিভিন্নভাবে হয়রানি করাকেই বোঝায়। বুলিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো প্রত্যক্ষদর্শী থাকে। তাদের সামনে অপদস্থ করা হাসির পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করা বুলিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু সাইবার বুলিং এ প্রত্যক্ষদর্শী থাকে না। সামনে বুলিং নানাভাবে হতে পারে।

- শারীরিক: আঘাত করা, লাথি মারা, চিমটি দেয়া এবং ধাক্কা দেওয়া ইত্যাদি।
- মৌখিক: নাম বিকৃত করে ডাকা, অপমান, ভয় দেখানো, সমকামী বা বর্ণবাদী মন্তব্য, মৌখিক গালিগালাজ।
- সামাজিক: কারও সামাজিক খ্যাতি নষ্ট বা অবমাননার জন্য করা হয়, অনেক সময় শনাক্ত করা কঠিন হয়।

সাইবার বুলিং

কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে ক্ষতি করা। বিভিন্ন জরিপ বলছে নারী ও শিশু-কিশোরেরা এতে বেশি হয়রানির শিকার হচ্ছে। ইন্টারনেটে ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও ছড়িয়ে, ফেসবুক আইডি হ্যাক করে হুমকি দিয়ে অর্থ আদায়, ছবি বা ভিডিও এডিট করে ছাড়া, সুপার ইম্পোজ ছবি, পর্নোগ্রাফী, ছবি দিয়ে আপত্তিকর কনটেন্ট তৈরি, ফেক আইডি তৈরি, ফোন নম্বর ছড়িয়ে দেওয়া, হয়রানিমূলক এসএমএস, মেইল বা লিংক পাঠানোসহ বিভিন্ন উপায়ে এ হয়রানি করা হচ্ছে।

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন কী

যে কোনো প্রকার অপ্রত্যাশিত বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন আচরণ করাই হচ্ছে যৌন হয়রানি। অনেক সময় এসব আচরণ যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতার পর্যায়ে পৌঁছে। যে কোনো ধরনের আচরণ, কথা বা শারীরিক ছোঁয়া- তা যার দ্বারাই হোক না কেন, যদি তা যৌনতাকে ইঙ্গিত করে এবং অস্বস্তিকর হয়, তবে তাকে যৌন নিপীড়ন বলা যায়। মেয়ে ও ছেলে শিশু নির্বিশেষে যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে। তবে বেশীরভাগ সময়ে মেয়ে শিশু ও নারীরা এর শিকার হয়ে থাকে। যৌন নিপীড়ন বলতে শুধু শারীরিক বা মানসিক নিপীড়নই নয়। যৌন নিপীড়নের বিষয়টি অনেক ব্যাপক। যেমন, একজনের কথা বা চোখের অশালীন দৃষ্টি থেকেও যৌন নিপীড়ন হতে পারে। যৌন হয়রানি বলতে বুঝায়-

- অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমন: শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা;
- যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক কথা, অশালীন ভঙ্গী, যৌন নির্যাতনমূলক ভাষা বা মন্তব্য;
- কাউকে অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা;
- চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি এবং ভিডিও ধারণ করা;
- প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;
- ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণা/ছলনার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা করা।

এলাকা, রাস্তা-ঘাট বা যানবাহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানির স্বরূপ

উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি যে-কোনো জায়গায় যেমন-রাস্তাঘাটে, বাসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন কি বাসায়ও হতে পারে। অনেক সময় নিকট আপনজনও যৌন নিপীড়ন করতে পারে। দেখা গেছে পরিচিত লোকজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনও যৌন নিপীড়ন করে থাকে।

ক্ষেত্র	নির্যাতনের ধরন
এলাকা	• শারীরিক নির্যাতন: আঘাত বা মারধর করা; • যৌন হয়রানি বা কুৎসিত ইঙ্গিত ও মন্তব্য, চোখ টিপ মারা, শিস দেওয়া, হাত ধরে টান দেওয়া, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইচ্ছা করে ধাক্কা দেওয়া, • প্রেমিকা হিসাবে দাবী ও জোর করে চুমু দেওয়ার চেষ্টা বা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা; • চলাফেরা বা গতিবিধিতে বাধা, জোর পূর্বক বিবাহ, ভয়ভীতি দেখানো; • বাল্যবিবাহের পক্ষে এবং মেয়ে শিশুদের শিক্ষার বিপক্ষে ফতোয়াবাজি; • ধর্ষণ, এডিস নিক্ষেপ, আত্মহত্যার প্ররোচনা, হত্যা।
রাস্তা-ঘাট ও যানবাহন	• আঘাত বা মারধোর, চড়-থাপ্পড় মারা; গালি দেওয়া, অপহরণের ভয় দেখানো; • পাবলিক পরিবহন যেমন বাসের ভিড়ে ইচ্ছাকৃতভাবে গা ঘেঁষে দাঁড়ানো, টেম্পু, অটোতে সিটে ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে বসা এবং শরীরের নির্দিষ্ট জায়গায় স্পর্শ করা ইত্যাদি। • কুৎসিত ইঙ্গিত ও মন্তব্য, নেতিবাচক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, ভয়ংকর বা অবজ্ঞাপূর্ণ চেহারা; • পথ আটকে ভীতি প্রদর্শন।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	• বেঞ্চ, বোর্ড, শ্রেণীকক্ষ, স্কুলের প্রাচীর ইত্যাদি স্থানে যৌন ইঙ্গিত বা অপমানজনক কিছু লেখা; • শাস্তি বা স্নেহ প্রদর্শনের উছিলায় শিক্ষকের অযাচিত স্পর্শ, সংবেদনশীল অংশে হাত দেয়া; • পর্ণোগ্রাফী বা খারাপ ছবি দেখানো, কুৎসিত ইঙ্গিত, গায়ে হাত দেওয়া, হাত ধরে টান দেওয়া; • মাসিক নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা প্রস্রাব, পায়খানার ব্যবস্থা না থাকা বা গেটে তালা দিয়ে রাখা, পানি কম খেতে বলা; • খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে মেয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত করা; • যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ, হত্যাকান্ড।

উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং বা যৌন হয়রানির কারণঃ

সমাজে মেয়ে শিশু ও নারীর অধঃস্তন বা হীন অবস্থান বা মর্যাদার কারণে উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং বা যৌন হয়রানি ঘটে থাকে। আর সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতি, বিশ্বাস, রীতিনীতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের হয়রানি ও নির্যাতনকে বৈধতা দেয়, ফলে নারী নির্যাতন স্থায়িত্ব লাভ করে। নিরাপত্তাহীনতা আমাদের সমাজ জীবনের সাধারণ বাস্তবতা। কিন্তু একজন মেয়ে শিশু বা নারী শুধুমাত্র মেয়ে হবার কারণে প্রতিনিয়ত উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং বা যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয় এবং নির্যাতনের কবলে পড়ার আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটায়।

উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং বা যৌন হয়রানির প্রভাব

উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং বা যৌন হয়রানির ফলে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরনের ক্ষতিই হয়। বিভিন্ন জরিপ বলছে মেয়ে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং নারীরা এতে বেশি হয়রানির শিকার হচ্ছে। এর ফলে-

- মেয়ে শিশু, কিশোরীদের মধ্যে বিরক্তি, রাগ বা ভয়ের অনুভূতি হয়; তাদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা বিঘ্নিত হয়;
- এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার মেয়ে শিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, অনেকের বাল্যবিবাহ হয়ে যায়;
- কেউ কেউ উত্ত্যক্তকরণ থেকে রেহাই পেতে মেয়ে শিশুদের রক্ষণশীল পোশাক আশাকের ব্যবহার বৃদ্ধি করে যদিও
- রক্ষণশীল পোশাক পরিহিত মেয়েরাও উত্ত্যক্তকরণ এবং যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে;

- মেয়ে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মানসিক চাপ তৈরি হয় এবং তাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙ্গে পড়ে;
- উত্ত্যক্তকরণ ও বুলিং- কে রসিকতা বা খুবই হালকা ভাবে দেখা হয় কিন্তু এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে,
- মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত বা অপমানিত হয়ে অনেকেই আত্মহত্যা করে।

উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং বা যৌন হয়রানির সাথে শিক্ষা ও বাল্য বিবাহের সম্পর্ক

শিক্ষার সাথে সম্পর্ক

- কিশোরীরা স্কুলে যেতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়;
- অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উত্ত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানির শিকার মেয়ে শিশুদেরই দায়ী করেন, ফলে তারা মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে;
- লেখাপড়া ও কৃতিত্ব প্রদর্শনে পিছিয়ে পড়ে;
- মেয়েদের লেখাপড়ার অগ্রাধিকার কমে যায়;
- স্কুল থেকে ঝরে পড়ে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার গতি কমে যায়।

বাল্যবিবাহের সাথে সম্পর্ক

- যে মেয়ে বাল্যবিবাহে রাজি হয় না তার নামে মিথ্যা তথ্য প্রচার এবং গুজব ছড়ানো হয়;
- সামাজিকভাবে তার পরিবারকে বাদ দিতে ও ভিন্নভাবে চিহ্নিত করতে অন্যদের উৎসাহিত করা হয়;
- বাল্য বিবাহ না দিতে চাইলে বিব্রত ও অপমানিত করার জন্য বাজেভাবে রসিকতা করা;
- পিতা-মাতা, অভিভাবকরা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েন;
- সামাজিক খ্যাতি বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হবার ভয়ে মেয়ে শিশুর বাল্যবিবাহ দিয়ে দেয়।

জেলা সমন্বয়কারী এবং এডুকেশন সাপোর্ট অর্গানাইজারদের (ইএসও) করণীয়:

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয় পরিদর্শক, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্যা ও উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করা;
- প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ১৩ টি স্টান্ডিং কমিটি আছে; এর মধ্যে আইন-শৃংখলা রক্ষা কমিটি এবং পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ কমিটির সাথে আলোচনা করা;
- স্কুল পর্যায়ে এসএমসি, ইডিসি, অভিভাবক সমাবেশ, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য ধারাবাহিক আলোচনা;
- উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি জঘন্যতম সামাজিক এবং দণ্ডনীয় অপরাধ এই বিষয়ে ক্যাম্পেইন;
- উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি কারণ খুঁজে দেখার জন্য কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- এলাকায় একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং এসএমসি, এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্যদের করণীয়:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখে। শিক্ষার্থীদের মানস গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অপরিসীম। যে কোন সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং এলাকাবাসীর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, মত-বিনিময়ও কার্যকর সহযোগিতার উপর।। শিক্ষাই নীরবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়- এই সত্যটি উপলব্ধি করেই এসএমসি, এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্য, প্রধান শিক্ষকদের উদ্যোগী হতে হবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, সেই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কমিটি গঠন করা;
- প্রতিষ্ঠানে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপনের বিষয়ে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা;

- 'এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করে নির্যাতনমুক্ত পরিবেশ ও পরস্পরের মধ্যে সম্মান, মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু সবার অধিকার সুনিশ্চিত করা শিক্ষার অন্যতম অঙ্গীকার' এমন একটা বার্তা রাখা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ড বা কমন রুমে প্রতিরোধ বিষয়ক পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট প্রদর্শন করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ঘটলে সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- শিক্ষার্থীদের উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানির অভিজ্ঞতা হলে তা চিহ্নিত করা এবং তাদের পাশে শিক্ষকদের সংবেদশীলতা প্রয়োজন। স্কুলে কাউন্সিলিং করতে পারে এমন দু'জন শিক্ষককে দক্ষ করে গড়ে তোলা।
- ক্লাসে একটি প্রশ্ন বাক্স রাখা, যেখানে ছেলেমেয়েরা তার নাম গোপন রেখে তাদের প্রশ্ন বা দুশ্চিন্তার বিষয় লিখে জমা করতে পারে। আর ক্লাসে আলোচনা করা যায়, যাতে সবাই জানতে ও বুঝতে পারে।

শিক্ষকদের করণীয়

- উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং এবং যৌন হয়রানি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ;
- স্কুলে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে প্রধান শিক্ষক এবং এসএমসি ও ইডিসিকে জানানো ;
- শিক্ষার্থীদের শেখানো ঘরে- বাইরে কোন কোন আচরণ গ্রহণযোগ্য আর কোনটির প্রতিবাদ করতে হবে;
- মেয়েদের যৌন হয়রানি করা থেকে ছেলেদের বিরত হতে কাউন্সিলিং করা;

কাউন্সিলিং: পিতা-মাতা ও অভিভাবকের জন্য

করণীয়

- সন্তানের জীবনে উত্ত্যক্তকরণের প্রভাব কতটা হতে পারে সে সম্পর্কে বাবা-মা'র উপলব্ধি বাড়ানো;
- শিক্ষার্থীর বাবা-মার সাথে সাবলীল সম্পর্ক তৈরি করা; তাদের সিদ্ধান্তগুলি কিভাবে তাদের সন্তানদের প্রভাবিত করছে সে বিষয়ে কাউন্সিলিং;
- মেয়ে শিশুদের লেখাপড়া বন্ধ, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেয়ার মানসিকতা বিষয়ে কাউন্সিলিং করা;
- ছেলেদের আচরণের কোমল দিককে নেতিবাচক ভাবে না দেখা বা তাদের উগ্রতা কিভাবে প্রশমিত করা যায় সেই বিষয়ে অভিভাবকদের কাউন্সিলিং করা।
- ছেলেদের বা মেয়েদের সম্মানে আঘাত করে এমন শ্লোক, রসিকতা বা হাসি- গল্পকে প্রশ্রয় না দেয়া।
- উত্ত্যক্তকরণ ও হয়রানি বন্ধে পরিবারকে সচেতন হতে হবে যে, এক্ষেত্রে মেয়েটির কোন দোষ নেই। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে
- প্রয়োজনে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের থানায় জানানো বা আইনি সহযোগিতা নিতে হবে।

কাউন্সিলিং: শিক্ষার্থীর জন্য

- কারো কোনো আচরণে সন্দেহ হলে বা স্পর্শ অস্বস্তিকর মনে হলে তার সাথে মেশার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া;
- সন্দেহ বা অস্বস্তি সম্পর্কে মেয়ে বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের জানানো;
- প্রতিবেশি ও বয়োজ্যেষ্ঠ্যদের সম্পর্কে জেনে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, কারণ তারা বিপদে সাহায্য করতে পারে;
- নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিদিন বখাটেরা বিরক্ত করলে অভিভাবক, মুরুব্বীদের মাধ্যমে ইউপিকে জানানো;
- কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুদের একা চলাচল না করে দলবদ্ধভাবে চলাচল করা ;
- যানবাহনে ইচ্ছাকৃত বা অস্বস্তিকর ভাবে গা ঘেঁষে দাঁড়ালে বা বসলে তাকে সরে দাঁড়াতে বলা;

করণীয়

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা, ন্যায্যতা, মর্যাদা ও নির্যাতনমুক্ত জীবন গড়ে তোলার মানসিকতা তৈরি করা; ছেলে শিশুদের যৌন হয়রানির বিষয়ে সচেতন করা।
- যৌন হয়রানির মুখোমুখি হলে এই ব্যাপারে নিজেকে কখনো দোষী না ভাবা;
- ভয়, লজ্জা বা ইতস্তত না করে সাথে সাথে সমবয়সী, অভিভাবক ও কাছের লোকজনকে জানানো, যাতে যে হয়রানি করছে তাকে চিহ্নিত করতে এবং আইনের হাতে তুলে দিতে পারে;
- স্কুলে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের জানানো ;
- যানবাহনে ইচ্ছাকৃত বা অস্বস্তিকর ভাবে গা ঘেঁষে দাঁড়ালে বা বসলে তাকে সরে দাঁড়াতে বলা;
- মোবাইল ফোন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কারো সাথে বন্ধুত্ব বা যোগাযোগের বিষয়ে সতর্ক থাকা;

ইউপি ফোরামের সদস্যদের (ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিব)**করণীয়:**

- নিজেদের এলাকায় সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করা যাতে কোন ধরণের উত্ত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানির ঘটনা না ঘটে;
- প্রতিরোধের জন্য সংশ্লিষ্ট দু'টি স্টান্ডিং কমিটি, আইন-শৃংখলা রক্ষা কমিটি এবং পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ কমিটিকে সক্রিয়করণ (প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ১৩ টি স্টান্ডিং কমিটি আছে);
- উত্ত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানির কোন ব্যক্তিগত, বা গোপনীয় বিষয় নয় এটি একটি অপরাধ;
- সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ক্যাম্পেইন;
- নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিদিন বখাটেরা বিরক্ত করার তথ্য থাকলে স্থানীয় থানায় জানানো;
- উত্ত্যক্তকারী কিশোর বা ব্যক্তিদের সাথে এমনকি তাদের অভিভাবদের সাথে আলোচনা করা:
- নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু আইনের আওতায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা, থানা, প্রশাসন ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সেবাদানকারী সংস্থাগুলির সহযোগিতা পেতে পারে।

উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানির মূখোমুখি হলে মেয়ে শিশু ও অন্যান্যদের করনীয়:

- যৌন হয়রানির মুখোমুখি হলে এই ব্যাপারে নিজেকে কখনো দোষী না ভাবা;
- নিজে নির্যাতনের শিকার হয়ে চুপচাপ বসে না থেকে প্রতিবাদ করা;
- অন্য কাউকে বলে দেবার ভয় দেখালে ভয় না পাওয়া, কারণ লজ্জা মেয়ে শিশুর নয়, লজ্জা হয়রানিকারীর; কারও থেকে উপহার গ্রহণ বা অন্য কোন প্রলোভনের শিকার না হওয়া ;
- জোর করে, ভয় দেখিয়ে, ফুসলিয়ে কেউ এ ধরনের কাজ করতে চাইলে তাকে বলা যে, পরবর্তীতে এ ধরনের কোন প্রস্তাব আবার দিলে চিৎকার করে সবাইকে জানাবে;
- যৌন হয়রানি প্রমাণের জন্য আইন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং সহায়তা করা;
- অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মীর মাধ্যমে রাস্তা-ঘাটে বখাটে ছেলেদের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনে নিকটস্থ থানায় বখাটের নাম ঠিকানা দিয়ে সাধারণ ডায়েরী বা এজাহার লিখে অভিযোগ করা;
- চিরাচরিত লিঙ্গভিত্তিক কাঠামোর বাইরে হলেও, তাদের সন্তানের পছন্দের বিষয়ে উৎসাহিত করা ও তার জন্য বাবা-মা ও অভিভাবদের কাউন্সিলিং করা।

বেইস লাইন জরিপ

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম	তারিখ	স্থান:	স্কুলের নাম:	জেলা

সূচনা

আসসালামু আলাইকুম বা নমস্কার বা অন্য কোন প্রচলিত অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে হবে। আমার নাম----------। আপনি জানেন আনন্দলোক স্কুলের সাথে যুক্ত আছি। আপনি নিজেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এলাকার উন্নয়নে সম্পৃক্ত আছেন। আনন্দলোক ট্রাস্ট ৮০টি আনুষ্ঠানিক স্কুল এবং ৩৪টি আনন্দলোক স্কুলের ছাত্রীদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে মসৃণ স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি বিষয়ে আপনার ধারণা, অনুভুতি এবং কাজের কথা জানা প্রয়োজন। আমার সাথে একটি প্রশ্নপত্র আছে যার মাধ্যমে আপনার মতামত ও চিন্তাভাবনা জানার চেষ্টা করবো।

আজ এই সাক্ষাতকারে আপনি যে সকল কথা বলবেন বা মতামত দিবেন সেগুলি শুধুমাত্র গবেষনার কাজে ব্যবহৃত হবে। এবং এটি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি যে প্রতিবেদনে কোন তথ্য উল্লেখ করা হলে সেখানে আপনার নাম কিংবা পরিচয় উল্লেখ করা হবে না। এখন কি আমরা শুরু করতে পারি?

অংশ- ১: অংশগ্রহণকারীর তথ্য

নং	উত্তরপ্রদানকারী সম্পর্কে অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোডে টিক দিতে হবে।			২	আপনার বয়স কত?	[ ][ ] বছর	
১	আপনার লিঙ্গ	নারী পুরুষ অন্যান্য	১ ২ ৩	৫	আমি বর্তমানে	স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য জেলা শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্য উপজেলা শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্য অভিভাবক ইউপি ফোরাম সদস্য শিক্ষক শিক্ষার্থী (মেয়ে) শিক্ষার্থী(ছেলে) ইএসও	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
৩	আপনার বৈবাহিক অবস্থা কী?	অবিবাহিত বিবাহিত বিধবা/বিপত্নীক তালাকপ্রাপ্ত উত্তর প্রদানে অনিচ্ছুক	১ ২ ৩ ৪ ৯				
৪	আপনার শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর কোনটি?	আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি অন্যান্য(নির্দিষ্ট করুন)	১ ২ ৩ ৪ ৫	৬	আমি বর্তমান প্রতিষ্ঠানের সাথে করছি	১ বছরের কম সময় ধরে ১-৩ বছর ধরে ৪-৫ বছর ধরে ৬- ৯ বছর ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে	১ ২ ৩ ৪ ৫

রেটিং স্কেল ও গাইড

বিবৃতিগুলি সম্পর্কে কর্মী কোন ব্যাখ্যা দিবেন না। প্রয়োজনে বুঝিয়ে বলবেন। সাক্ষাৎকার দাতার মতামত এবং অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নের ব্যাখ্যা শুনে কর্মী ১-৫ পর্যন্ত ৫ টি স্তরের (Likert Scale) একটি উল্লেখ করবেন। রেটিং এর সময় কর্মীকে তার সর্বোচ্চ বিচার- বিবেচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োগ করতে হবে। রেটিং স্তর নির্ধারণ কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা।

অংশ- ১: অংশগ্রহণকারীর তথ্য

১	২	৩	৪	৫
সাধারন মানের	ভালো, তবে কিছু উন্নতির অবকাশ আছে।	সন্তোষজনক, গুণমান মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে	সাধারণ মানের চেয়ে ভালো। বিশ্লেষণমূখী	মুগ্ধ। গুণমান প্রত্যাশার চেয়ে ভালো।

অংশ- ২: জানার স্তর

বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি সম্পর্কে কমিউনিটি ও অন্যান্য জায়াগায় বিভিন্ন ধারণা আছে। এইসব বিষয়ে আমরা আপনার ধারণা জানতে চাই। আমি কিছু বিষয়ে জানতে চাইবো বা উদ্ধৃতি দেব আপনি বলবেন যে আপনি একমত নাকি একমত নন। এরপর কর্মী কেন তিনি তা বলছেন তার কারণ জানতে চাইবেন। সেই কারণ বিশ্লেষন করে রেটিং করবেন।

নং	জানার বিষয় বা উদ্ধৃতি	উত্তর	কোড	রেটিং(১-৫)
১	বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আমার প্রয়োজনীয় ধারণা আছে। (অনুসন্ধান করুন: বাল্য বিবাহের বয়স, কারণ, ক্ষতিকর দিক, প্রতিরোধে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা)	হ্যাঁ না	১ ২	
২	শিশুশ্রম সম্পর্কে আমার প্রয়োজনীয় ধারণা আছে। (অনুসন্ধান করুন: এই মতামতের পক্ষে ব বিপক্ষে কারণ কী বলছেন)	একমত একমত নই	১ ২	
৩	উত্ত্যক্তকরণ, বুলিং ও যৌন হয়রানি বয়ঃসন্ধিকালের একটি সমস্যা। (অনুসন্ধান করুন: উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানির সাথে শিক্ষা ও বাল্য বিবাহের সম্পর্ক বিশ্লেষণ)	একমত একমত নই	১ ২	

অংশ- ৩: উপলব্ধির স্তর

এবার আমি আপনাকে বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি বিবৃতি পড়ে শুনাবো। এই বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই। হ্যাঁ বা না বাছাই করুন। এরপর কর্মী কেন তিনি তা বলছেন তার কারণ জানতে চাইবেন। সেই কারণ বিশ্লেষন করে রেটিং করবেন।

নং	উপলব্ধির বিষয় বা উদ্ধৃতি আমি মনে করি...	উত্তর	কোড	রেটিং(১-৫)
৪	আমি মনে করি উপযুক্ত পাত্র পেলে কিশোরীদের বিয়ে দেওয়া অভিভাবকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। (অনুসন্ধান করুন: কারণ কী বলছেন?)	হ্যাঁ না	১ ২	
৫	আমি মনে করি দরিদ্র পরিবারের শিশুদের পরিবারে সহায়তার জন্য বছরে কিছু সময় শ্রম দেয়া উচিৎ। (অনুসন্ধান করুন: কারণ কী বলছেন?)	হ্যাঁ না	১ ২	
৬	আমি মনে করি সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি বিভিন্ন ধরণের হয়রানি ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। (অনুসন্ধান করুন: কোন উদাহরণ দেয় কী না, কারণ কী বলছেন?)	হ্যাঁ না	১ ২	

অংশ- ৪: উদ্যোগ গ্রহণ বা করা

পরবর্তী অংশে আমি আপনার কিছু কাজের বিষয়ে জানতে চাইবো। হ্যাঁ বা না বাছাই করুন। তাকে আস্বস্ত করুন যে এখানে আপনার কাজের কোন মূল্যায়ন করা হবেনা। এরপর কর্মী অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নের মাধ্যমে কাজ বা উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করবেন। সেই উদ্যোগের ধরন ও সম্প্রসারণ বিশ্লেষন করে রেটিং করবেন।

নং	করার বিষয় যা করে/ করেছে ...	উত্তর	কোড	রেটিং(১-৫)
৪	গত ৬ মাসের মধ্যে আপনি কি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা উদ্যোগ নিয়েছেন? (অনুসন্ধান করুন: কোন ধরনের সিদ্ধান্ত বা উদ্যোগ, উদাহরণ জানা)	হ্যাঁ না প্রযোজ্য নয়	১ ২ ৮	
৫	গত ৬ মাসের মধ্যে আপনি কি শিশু শ্রম প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করেছেন? (অনুসন্ধান করুন: কোন ধরনের ভূমিকা বা কার্যক্রম)	হ্যাঁ না প্রযোজ্য নয়	১ ২ ৮	
৬	গত ৬ মাসের মধ্যে আপনি কি নির্যাতনের শিকার কোন ছাত্র বা ছাত্রী বা নারীকে সহায়তা প্রদান করেছেন? (অনুসন্ধান করুন: কোন ধরনের সহায়তা বা কার্যক্রম করেছেন)	হ্যাঁ না প্রযোজ্য নয়	১ ২ ৮	

অংশ- ৬: সমাপ্তি

আপনার সময় দেবার ও মতামত জানানোর জন্য আনন্দলোক ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।
সাক্ষাৎকারগ্রহণ পরবর্তী কার্যক্রম
যথাযথ ভাবে চেক করার পার টিক দিন: [ ] স্বাক্ষর করুন:

ডাটা এন্ট্রিকারীর নাম ----------। শুরুর তারিখ ---------- সমাপ্তির তারিখ ----------

সংযোজনী-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং: ৩৭.০২.০০০০.১০৯.৫০.০১৫.২০২১-৭৯ | তারিখ : ০৮/১২/২০২২ খ্রি.

বিষয় : মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৫৯১৬/২০০৮ এর আদেশের আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কমিটি গঠন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান।
সূত্র: ৩৭.০২.০০০০.১০১.১৮.০০২.২০১৫.১৪১৭৭/১৪, তারিখ : ২৭ মে, ২০১৯।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল অফিস ও সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কমিটি গঠন এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কতিপয় অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি যা আদালত অবমাননার শামিল। এমতাবস্থায়, জরুরিভিত্তিতে এ বিষয়ে কমিটি গঠন এবং এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হলো :

- সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা এবং সুপারিশ করার জন্য কর্তৃপক্ষ কমপক্ষে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য হবেন নারী। সম্ভব হলে কমিটির প্রধান হবেন নারী;
- কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সৎ, দক্ষ এবং সক্রিয় সদস্যগণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- কমিটির দুইজন সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে,তবে এক্ষেত্রে জেন্ডার ও মানবাধিকার বিষয়ে যারা কাজ করে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কমিটি অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখবে;
- অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে। প্রয়োজনে (যদি উপর্যুক্ত কারণ থাকে) কর্তৃপক্ষ এ সময়সীমা ৩০ কর্মদিবস থেকে ৬০ কর্মদিবস বাড়াতে পারবে;
- প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ বক্স থাকবে।

এমতাবস্থায়, আগামী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ে কমিটি গঠন নিশ্চিত করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অত্র কমিটি গঠনের তদারকির বিষয়টি মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও আঞ্চলিক পরিচালক এবং উপপরিচালক (মাধ্যমিক) তাঁর আওতাধীন যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসে এ বিষয়ে এখনো কমিটি গঠন করেননি তাদের তালিকা তৈরি করে আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের মধ্যে মাউশি অধিদপ্তর বরাবর হার্ড কপি এবং সফট কপি Email এ (knd780709@gmail.com) প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

অধ্যাপক নেহাল আহমেদ
মহাপরিচালক

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২. পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
০৩. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল) অঞ্চল
০৪. অধ্যক্ষ, সরকারি /বেসরকারি কলেজ (সকল)
০৫. অধ্যক্ষ, সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (সকল)
০৬. উপপরিচালক (কলেজ/মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল) অঞ্চল
০৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৫৯১৬/২০০৮ এর আদেশের আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কমিটি গঠন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান।
"-শিরোনামে পত্রটি মাউশির ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ডে এবং স্কুলে প্রকাশের অনুরোধসহ]
০৮. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল), (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
০৯. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
১০. প্রধান শিক্ষক (সকল সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক/উচ্চ বিদ্যালয়/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
১১. পিএ টু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
১২. সংরক্ষণ নথি।

কামরুন নাহার
সহকারী পরিচালক (একিউএইউ, পরি. ও উন্ন.) ও সদস্য সচিব
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধে প্রদত্ত নির্দেশনা ও
নীতি বাস্তবায়ন কমিটি

১.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.(মার্চ ১১,২০১৭).বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭
http://www.jms.gov.bd/site/page/bcafb3e7-0acb-4776-8c43-577259a074ee/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD

২.আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা.(২০১৯). বাংলাদেশে শিশু শ্রম ও আইএলও কনভেনসন ১৩৮
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-dhaka/documents/publication/wcms_120405.pdf

৩.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.(২০১১). জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
https://bangladesh.gov.bd/sites/default/files/files/bangladesh.gov.bd/policy/d304bc7a_dcb2_42d0_84ba_ec2965071500/116.%20%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F%20%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%20%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%20%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%A7.pdf

৪.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.(এপ্রিল৮,২০১০). জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০
https://mole.gov.bd/site/page/071f0a64-68fd-4f02-a35a-df27bc22b339/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%A6

5.Government of Bangladesh. (n.d.). *National Plan of Action for Implementing the National Child Labour Elimination Policy*. Retrieved from https://mole.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mole.portal.gov.bd/project/6038e47e_5792_45f4_8fc0_958f113443f9/National_Plan.pdf

6.Khan, N. (November 16, 2022). বুলিংকি? এর প্রভাব ও আমাদেও করণীয়| (*What is Bullying? Its Impacts and What We Can Do about it?*). Retrieved from https://houseofvolunteers.org/education/anti-bullying-week/